বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

উপদেষ্টা

জনাব মুহঃ মাহবুবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১)
চেয়ারম্যান, বিসিক

সম্পাদনায়

জনাব কাজী মাহবুবুর রশিদ (উপসচিব), পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি), বিসিক
জনাব অখিল রঞ্জন তরফদার, মহাব্যবস্থাপক, বিপণন বিভাগ, বিসিক
ড. মোঃ ফরহাদ আহম্মেদ, মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক
জনাব সরোয়ার হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), সম্প্রসারণ বিভাগ, বিসিক
জনাব ওবায়েদুল হক, উপমহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), এমআইএস বিভাগ, বিসিক
জনাব মোঃ মাহাবুবুল আলম, ডাটা এনালিস্ট, এমআইএস বিভাগ, বিসিক

প্রচ্ছদ

জনাব এ.কে.এম. ফজলুর রহমান
উপব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব),
নকশা কেন্দ্র, বিসিক

কম্পিউটার কম্পোজ

জনাব মোঃ আরিফুর রহমান
উচ্চমান সহকারী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
মেয়র আনিসুল হক সড়ক, ৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮

বিনম্র শ্রদ্ধা

স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর উদ্যোগে **"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩"** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি অর্জনে ও জনগণের অবাধ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে বিসিকের "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক বাংলাদেশের সিএমএসএমই শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সিএমএসএমই শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে এসডিজি ২০৩০-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ২০৪১ সালে বাংলাদেশ একটি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তা বাস্তবরূপ লাভ করে। শিল্পখাতে বিসিকের বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দেশে শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশকে উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম হবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

আমি বিসিকের উদ্যোগে প্রকাশিত **"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩"** এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি)

২০ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিসিক অব্যাহত রেখেছে তার উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা। দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিসিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিক ১৯৬০ সাল হতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম শুরু করে। শুরু হতে বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮২টি শিল্পনগরী স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব শিল্পনগরীতে তৈরি হয়েছে অনুকরণযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্কয়ার, প্রাণ-আরএফএল, বিআরবি ক্যাবলস, হ্যামকো ব্যাটারি, নীট/তৈরি পোশাক শিল্প, ন্যাশনাল ফ্যান ইন্ডাস্ট্রিজ, রাজশাহী সিল্ক, ফরচুন সুজ, আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ, গ্লোব ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিসিক অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিসিক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা অন্বেষণ ও সহায়তা প্রদান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগত্তোর পরামর্শ প্রদান, প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন, শিল্পনগরী/ শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত শিল্পপ্লট বরাদ্দ, উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদান, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্পপণ্যের নকশা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ, উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে মেলার আয়োজন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেলা ও প্রদর্শনীতে উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, লবণ উৎপাদন ও আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ এবং মৌমাছি পালনে বিসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিসিকের এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশের মাধ্যমে বিসিকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাই সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনবৃন্দ এ থেকে উপকৃত হবেন। আমার পক্ষ থেকে বিসিকের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এরসাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি)

জাকিয়া সুলতানা
সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত বিসিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা হিসেবে বিসিক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্পের বিকাশ, পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পনগরী স্থাপন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিকের গৃহীত উদ্যোগসমূহ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ সালের শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের লক্ষ্যে বিদেশি উদ্যোক্তাদের সরাসরি শিল্প কারখানা স্থাপনের সুবিধা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং অ্যান্ড মোশন গ্রাফিক্স, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, Computer Numerical Control (CNC) মেশিন অপারেটিং কোর্সসমূহ চালু করার পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তালমিলিয়ে বাংলাদেশকে টেকসই প্রযুক্তি নির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ব্যবহৃত সকল ই-সেবা কার্যক্রম, ডি-ফাইলিং, ওয়ানস্টপ সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিসিক কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। প্রকাশনাটির সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি বিসিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাকিয়া সুলতানা

মুহঃ মাহবুবর রহমান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

মুখবন্ধ

তৃণমুল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতে মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে।

বিসিক কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন, শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান, বৃহৎ শিল্পের সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের সংযোগ স্থাপন, শিল্পপণ্যের নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ, উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে মেলা আয়োজন, লবণ উৎপাদন ও আয়োডিনযুক্তকরণ কার্যক্রম, মধু উৎপাদনের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনসহ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে দেশব্যাপী বিসিকের সকল জেলা কার্যালয়, ৮২টি শিল্পনগরী কার্যালয়, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৬টি মৌচাষে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১২ টি লবণ কেন্দ্র, ১টি নকশা কেন্দ্র, ১টি বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও বিসিক নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিল্প নিবন্ধন এবং শিল্প আই.আর.সি'র সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

এই প্রতিবেদনটির মাধ্যমে উদ্যোক্তা, গবেষকসহ সকল অংশীজন বিসিকের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে মর্মে আশা করছি। পরিশেষে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কাজে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অবদান রেখেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মুহঃ মাহবুবর রহমান)

সূচিপত্র

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় : বিসিক পরিচিতি	১-৪
১.১	পটভূমি	৩
১.২	রূপকল্প	৩
১.৩	অভিলক্ষ্য	৩
১.৪	কর্মকৌশল	৩
১.৫	কার্যক্রম	৩
১.৫.১	উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম	৩
১.৫.২	নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	৪
১.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	৪
	দ্বিতীয় অধ্যায় : সাংগঠনিক কাঠামো	৫-৮
২.১	জনবল	৭
২.২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৭
	তৃতীয় অধ্যায় : বিসিকের কার্যক্রম পরিচিতি	৯-১৪
৩.১	বিসিকের কার্যক্রম	১১
৩.১.১	প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৩
৩.১.২	সাবকন্ট্রাক্টিং লিংকেজ পদ্ধতি	১৩
৩.১.৩	নকশা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৪
৩.১.৪	বিপণন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৪
৩.১.৫	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৪
	চতুর্থ অধ্যায় : অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	১৫-২৪
৪.১	বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	১৭
৪.২	বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি	১৭
৪.৩	বিসিক শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত তথ্য	১৮
৪.৪	জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান	২০
৪.৫	লবণ শিল্প	২০
৪.৫.১	লবণ উৎপাদন	২০
৪.৫.২	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রম	২১
৪.৬	মৌমাছি পালন কর্মসূচি	২৩
৪.৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন	২৪
৪.৮	দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন	২৪
৪.৯	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান	২৪
৪.১০	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা	২৪

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পঞ্চম অধ্যায় : মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের প্রশিক্ষণ	২৫-২৮
৫.১	বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	২৭
৫.২	উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৭
৫.৩	উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৭
৫.৪	বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	২৮
	ষষ্ঠ অধ্যায় : উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২৯-৪২
৬.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৩১
৬.২	এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ	৩১
৬.৩	২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ	৩৩
৬.৩.১	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ	৩৩
৬.৩.২	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল	৩৩
৬.৩.৩	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ	৩৩
৬.৩.৪	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৩৩
৬.৩.৫	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৩৪
৬.৩.৬	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম	৩৪
৬.৩.৭	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ	৩৪
৬.৩.৮	বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ	৩৫
৬.৩.৯	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও	৩৫
৬.৩.১০	Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM)	৩৫
৬.৪	বিসিকের বাস্তবায়িত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহ	৩৬
৬.৪.১	হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ	৩৬
৬.৪.২	জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ	৩৭
৬.৪.৩	চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা	৩৮
৬.৪.৪	এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	৪০
৬.৪.৫	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৪১
৬.৫	২০২২-২৩ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	৪১
	সপ্তম অধ্যায় : ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	৪৩-৪৬
৭.১	বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ও ইউএনসিডিএফ ঋণ কর্মসূচি	৪৫
৭.২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ	৪৫
৭.৩	সরকার কর্তৃক বিসিকের অনুকূলে প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ	৪৬
৭.৪	বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি	৪৬

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অষ্টম অধ্যায় : মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ	৪৭-৫৫
৮.১	বিসিক কর্তৃক আয়োজিত মেলা	৪৯
৮.২	বিসিকের বিভিন্ন কার্যালয় কর্তৃক মেলায় অংশগ্রহণের তথ্য	৫১
৮.৩	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রয়/প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুপারিশ প্রদান	৫৩
৮.৪	২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ	৫৪
৮.৫	বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে পণ্য ডাইরেক্টরি প্রকাশ	৫৪
৮.৬	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণন চ্যালেঞ্জ ও করণীয় শীর্ষক সেমিনার আয়োজন	৫৫
৮.৭	বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে বৈশাখী মেলা আয়োজন	৫৫
৮.৮	ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে ‘বাংলাদেশের শীতলপাটি’ এর আবেদন সম্পন্নকরণ	৫৬
	নবম অধ্যায় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন	৫৭-৬৮
	দশম অধ্যায় : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক	৬৯-৭৪
	একাদশ অধ্যায় : সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	৭৫-৯৬
	দ্বাদশ অধ্যায় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৯৭-১০০
	ত্রয়োদশ অধ্যায় : কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ	১০১-১০৬
১৩.১	ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য	১০৩
১৩.২	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১০৩
১৩.৩	বিসিকের ইনোভেশন ও সুশাসন বিষয়ক কার্যক্রম	১০৪
১৩.৪	গবেষণা কার্যক্রম	১০৪
১৩.৫	বিভিন্ন তহবিল হতে অনুদান প্রদান	১০৫
১৩.৬	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিসিকের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	১০৫
	চতুর্দশ অধ্যায় : বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	১০৭-১২৯
১৪.১	পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা	১০৯
১৪.২	বিসিকের মহাপরিকল্পনা (২০২১-৪১)	১২৪
১৪.৩	বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ	১২৯
১৪.৪	সুপারিশসমূহ	১২৯
১৪.৫	উপসংহার	১২৯
পরিশিষ্ট-ক	বিসিকের ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)’র অর্জন	১৩০-১৫১
পরিশিষ্ট-খ	বিসিকের বাস্তবায়িত ৮২টি শিল্পনগরীর তালিকা	১৫২

বিসিক পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়

বিসিক পরিচিতি

১.১ পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালীন একটি বিলের মাধ্যমে ‘ইপসিক’ তথা বর্তমান ‘বিসিক’ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিক সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উন্নয়নমুখী ও জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বিসিকের উদ্যোগে সারা দেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিল্প ক্ষেত্রে যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

১.২ রূপকল্প (Vision)

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন।

১.৪ কর্মকৌশল (Strategy)

- উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী স্থাপন;
- দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- অবকাঠামো উন্নয়ন;
- আর্থিক, কারিগরি ও বিপণন সুবিধা প্রদান;
- উন্নত ও আধুনিক নকশা উদ্ভাবন;
- আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ;
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি।

১.৫ কার্যক্রম

বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত দুধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে :

১.৫.১ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা অন্বেষণ ও সহায়তা প্রদান;
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ-পূর্ব ও বিনিয়োগ-উত্তর পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন;
- শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান;
- উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিল্পপণ্যের নকশা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে মেলার আয়োজন;
- লবণ উৎপাদন ও আয়োডিনযুক্তকরণ এবং
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌমাছি পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

১.৫.২ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্পের নিবন্ধন প্রদান;
- কর, শুল্ক, কর অবকাশ ইত্যাদি মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি/রপ্তানির সুপারিশ প্রদান;
- আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন শিল্পের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন।

১.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিসিক চেয়ারম্যানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিসিকের এপিএ'তে অর্জিত নম্বর ৯৬.১১, যেখানে কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ৭০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৬৭.১১ এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ৩০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ২৯। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

গত ২৫শে জুন ২০২৩ তারিখে বিসিক চেয়ারম্যানের সঙ্গে সকল আঞ্চলিক পরিচালক ও অধ্যক্ষ, বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাংগঠনিক কাঠামো

২.১ জনবল

উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত বিসিকের সামগ্রিক কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজস্ব বাজেটে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ২৪১৪ জন। তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৯৪১ জন এবং কর্মচারী ১৪৭৩ জন। বর্তমানে ৫৩৯ জন কর্মকর্তা ও ৯১৭ জন কর্মচারীসহ মোট ১৪৫৬ জন কর্মরত আছেন। বিসিকের জনবলের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বিভিন্ন প্রকার দেনা-পাওনা সম্পর্কিত প্রশাসনিক অনুমোদন, গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন, সংস্থাপন প্রতিবেদন, জনবলের ডাটাবেজকরণ ইত্যাদি কার্যাদি সচিব, বিসিকের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মীব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

ক্র.	বিবরণ	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	অনুমোদিত জনবল	৯৪১	১৪৭৩	২৪১৪
২.	বিদ্যমান জনবল	৫৩৯	৯১৭	১৪৫৬
৩.	শূন্যপদ	৪০২	৫৫৬	৯৫৮

- মোট শূন্য পদ ৯৫৮টি। এর মধ্যে প্রকৃত পূরণযোগ্য শূন্যপদ ৮০১টি (৫৮৭টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ও ২১৪টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য)
- অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ১৫৭টি (১০% সংরক্ষণ হিসেবে ৯৬টি ও অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৬১টি)
- বিসিক কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৩ জনকে নিয়োগ ও ৬২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বিসিক সারাদেশে মোট ১৯০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে কার্যালয়সমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

ক্র.	কার্যালয়ের নাম	সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয়	১টি
২.	আঞ্চলিক (বিভাগীয়) কার্যালয়	৪টি
৩.	জেলা কার্যালয় (বিসিক জেলা কার্যালয়)	৬৪টি
৪.	শিল্পনগরী কার্যালয়	৮২টি
৫.	লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার	১টি
৬.	বিসিক লবণ কেন্দ্র, কক্সবাজার	১২টি
৭.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :	
	ক) বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১টি
	খ) নকশা কেন্দ্র	১টি
	গ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৫টি
	ঘ) মৌচাষে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬টি
	ঙ) সিআইডিপি (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)	৩টি
	মোট	**১৯০টি**

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

বিসিকের কার্যক্রম পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায়

বিসিকের কার্যক্রম পরিচিতি

৩.১ বিসিকের কার্যক্রম

বিসিকের সকল পরিচালকের পরিচালনায় প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/শাখা, আঞ্চলিক পরিচালকগণের আওতাধীন সকল জেলা কার্যালয়, শিল্পনগরী ও অন্যান্য সকল কার্যালয় এবং বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা শিল্প স্থাপনের জন্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা সহায়তা প্রদান করে। বিসিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা সহায়তা প্রদান করে। বিসিক উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ হতে শুরু করে পণ্য বিপণন পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান করে থাকে। নিম্নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি দেয়া হলো :

ক্র.	কর্মকাণ্ডের নাম			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	বছরের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার (%)
০১	০২			০৩	০৫	০৬
০১	শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ		মাঝারী শিল্প	৪৩৬০	২৫৮৪	৫৯%
			ক্ষুদ্র শিল্প	৯২২০	৯৮৩৫	১০০%
			কুটির শিল্প	১২১০০	১৫১১১	১০০%
০২	ক) শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ *		ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	৯৩০০	৫৪২৯	১০০%
			দক্ষতা উন্নয়ন	৭২১৫	৪৪৯৭	১০০%
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন (নুতন)		মাঝারী শিল্প	২০	১৫	৭৫%
			ক্ষুদ্র শিল্প	২২৬	২৬২	১০০%
০৪	প্রকল্প প্রস্থাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন		মাঝারী শিল্প	৬৮	৪৩	৬৩%
			ক্ষুদ্র শিল্প	২০৩০	২২৪৫	১০০%
			কুটির শিল্প	৫৫৭০	৫৮৩৯	১০০%
০৫	ঋণ- ব্যবস্থাকরণ/ সহায়তাকরণ	মাঝারী শিল্প	নতুন	৩৪	১৬	৪৭%
			বিদ্যমান	৩৪	১০	২৯%
		ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	৯২২	১১২৪	১০০%
			বিদ্যমান	৯৭০	১১০৩	১০০%
		কুটির শিল্প	নতুন	২৩৬০	২৭৪৮	১০০%
			বিদ্যমান	২৫১০	২৭৮৪	১০০%
০৬	উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্প স্থাপন		মাঝারী শিল্প	৫০	৪৯	৯৮%
			ক্ষুদ্র শিল্প	৯৬৮	১০৭১	১০০%
			কুটির শিল্প	১৮৪০	২০০৩	১০০%
৭	প্রকল্প নিবন্ধীকরণ		মাঝারী শিল্প	২০০	৬৮	৩৪%
			ক্ষুদ্র শিল্প	৮১৮০	১৫৭১	১৮৯
			কুটির শিল্প	১০৩৫০	৩৫৬৮	৩৪%
০৮	ক) ঋণ বিতরণকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকিকরণ		ক্ষুদ্র শিল্প	২০৩০	২৫৫৫	১০০%
			কুটির শিল্প	৫৩২০	৬১৮২	১০০%
	খ) ঋণ আদায়ের জন্য শিল্প ইউনিট পরিদর্শন		ক্ষুদ্র শিল্প	৬১৫০	৬৯১৭	১০০%
			কুটির শিল্প	১৫৮২০	১৬৩৬৫	১০০%
০৯	পণ্যের শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান		ইউনিট সংখ্যা	১১০	৫৪	৪৯%
			আমদানি স্বত্ব (কোটি টাকায়)	৩০০.০০	৩৯৩.০৭	১০০%

ক্র.	কর্মকাণ্ডের নাম			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	বছরের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার (%)
১০	নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ	উন্নয়ন		৪০০	৩৪৬	৮৬%
		বিতরণ		২৫১০	২৩২৮	৯৩%
১১	কারিগরী তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	সংগ্রহ		৬০	৬০	১০০%
		বিতরণ		১০৭০	১০৯৮	১০০%
১২	সাব-সেক্টর স্ট্যাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ			৪৬	৪১	৮৯%
১৩	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন/বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন			২২৫	২০৭	৭২%
১৪	পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ম্যানুয়াল তৈরি			-	-	-%
১৫	ক) মেলা আয়োজন/অনলাইন মেলা আয়োজন			২৬৮	৩২	১২%
	খ) মেলায় অংশ গ্রহণ দেশে/বিদেশে)			১৩১	৭১	৫৪%
১৬	বার্ষিক প্রতিবেদন/ নকশা ও বিপণন সংক্রান্ত পুস্তিকা/ প্রযুক্তি বার্তা প্রণয়ন ও প্রকাশ (সংখ্যা)			৮	৬	৭৫%
১৭	সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন			১১	১৮	১০০%
১৮	কোর্স মূল্যায়ন			৫০	২৫	১০০%
১৯	ক) সাব-কন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভূক্তিকরণ			৫৫	৪০	৭৩%
	খ) সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন			৬৬	৬৯	১০০%
	গ) পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			১৫.০০	১৫.০০	১০০%
২০	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন			৪	২	৫০%
২১	লবণ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) *			১৬.০০	২২.৩৬	১০০%
২২	মধু উৎপাদন (মেট্রিক টন)			৭০০০.০০	৭৩২৮.২৪	১০০%
২৩	বিসিক কর্তৃক সরাসরি ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)			২৫০০.০০	১৭৮৬.৯৫	১০০%
২৪	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ			৭৩৮	১২	২%
২৫	কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি	মাঝারী শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৫১০০	২০১০	৩৯%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৭৫০০	৭৭০৫	১০০%
			মোট মাঝারী শিল্প	**১২৬০০**	**৯৭১৫**	**৭৭%**
		ক্ষুদ্র শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	২৩০৫০	১৭৬০৭	৭৬%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	১৪৫২০	১৭২৯১	১০০%
			মোট ক্ষুদ্র শিল্প	**৩৭৫৭০**	**৩৪৮৯৮**	**৯৩%**
		কুটির শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৪৭২০	৯৪৩১	১০০%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৩৬৮০	৬৩১৪	১০০%
			মোট কুটির শিল্প	**৮৪০০**	**১৫৭৪৫**	**১০০%**
		মোট মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প		**৫৮৫৭০**	**৬০৩৫৮**	**১০০%**

৩.১.১ প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১.	কারিগরি তথ্য সংগ্রহ	৬০টি	৬০টি	১০০%
২.	কারিগরি তথ্য বিতরণ	৬০টি	৬০টি	১০০%
৩.	সাব-কন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ	৫৫টি	৪০টি	৭৩%
৪.	সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন	৬৬টি	৬৯টি	১০৫%
৫.	পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৫.০০	১৫.০০	১০০%

৩.১.২ সাবকন্ট্রাক্টিং লিংকেজ পদ্ধতি

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কারখানায় উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় করে। এ সমস্ত যন্ত্রাংশ দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট থেকে ক্রয় করে। মধ্যস্বত্বভোগী সরবরাহকারীরা কার্যাদেশপ্রাপ্ত যন্ত্রাংশের অধিকাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে এবং স্বল্প পরিমাণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকে। এ মধ্যস্বত্বভোগী নামের সরবরাহকারীকে পরিহার করে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সীমিত দরপত্র ও সরাসরি দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৯ সালে সাবকন্ট্রাক্টিং বিধিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালার আওতায় বিসিক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ স্থাপন করে থাকে। সাবকন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য সাবকন্ট্রাক্টিং আইন ২০২২ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

গত ৩০-০৮-২০২২ তারিখে বিসিক জেলা কার্যালয়, গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত সাবকন্ট্রাক্টিং সংযোগ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনার

৩.১.৩ নকশা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছর			মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	
১.	নকশা নমুনা উন্নয়ন	৪০০টি	৩৪৬টি	৮৬.৫০%	-
২.	নকশা নমুনা বিতরণ	১৪০০টি	১১৮৮টি	৮৪.৮৫%	-
৩.	প্রশিক্ষণ	৩৯০ জন	৩৯০ জন	১০০%	-

৩.১.৪ বিপণন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছর			মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হার	
১.	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন/ বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৫টি	১৫টি	১০০%	-
২.	মেলা আয়োজন/অনলাইন মেলা (দেশে)	২৬৮টি	৩২টি	১১.৯৪%	-
৩.	মেলায় অংশগ্রহণ (দেশে)	১৩১টি	৭১টি	৫৪.২০%	-
৪.	ক্রেতা বিক্রেতা সম্মিলন	৪টি	২টি	৫০%	-

৩.১.৫ বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্র.	অনুষদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছর				
		কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১.	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন	৫টি	৫টি	১২৫জন	১৬১জন	১০০%
২.	সাধারণ ব্যবস্থাপনা	৫টি	৫টি	১২৫জন	১৪১জন	১০০%
৩.	শিল্প ব্যবস্থাপনা	৫টি	৫টি	১২৫জন	১৭৪জন	১০০%
৪.	অর্থ ব্যবস্থাপনা	৫টি	৫টি	১২৫জন	১৪১জন	১০০%
৫.	বিপণন ব্যবস্থাপনা	৫টি	৫টি	১২৫জন	১৯১জন	১০০%
	মোট কোর্স	২৫টি	২৫টি	৬২৫জন	৮০৮জন	১০০%

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

BSCIC

চতুর্থ অধ্যায়

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.১ বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

বিসিক ১৯৬০ সাল হতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম শুরু করে। এর ফলে উদ্যোক্তারা অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সহজেই শিল্প স্থাপনে সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিসিক শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮২টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১২,৩১৩টি প্লট আছে। এর মধ্যে ১০,৯৯২টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,৯৮৪টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। বিসিকের বাস্তবায়িত ৮২টি শিল্পনগরীর তালিকা পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখানো হলো।

৪.২ বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি

- শিল্পনগরীতে শিল্প স্থাপন উপযোগী শিল্প প্লট আগ্রহী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান;
- শিল্প পরিচালনার জন্য অবকাঠামো সুবিধাদি অর্থাৎ বিদ্যুৎ, গ্যাস, নালা-নর্দমা, রাস্তাঘাট বিদ্যমান;
- অধিকাংশ শিল্পনগরী মহাসড়কগুলোর পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান;
- শিল্প প্লটের মূল্য ৫ বৎসরে ১০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিধায় উদ্যোক্তাকে সমুদয় মূল্য এককালীন পরিশোধ করতে হয় না;
- শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহ পরিচালনার জন্য বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

গাজীপুরের টঙ্গিতে স্থাপিত বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের একাংশ

৪.৩ বিসিক শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত তথ্য

উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক জুন ২০২৩ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮২টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। ফলে উক্ত খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত শিল্প ইউনিটগুলো পণ্য উৎপাদন এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

শিল্পনগরীর কার্যক্রমের অগ্রগতি (শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

অঞ্চলের নাম	শিল্পনগরীর সংখ্যা	শিল্প প্লটের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	অবরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	শিল্প ইউনিটের বিবরণ				কর্মসংস্থান		
					উৎপাদনরত	নির্মাণাধীন	রুগ্ন/বন্ধ	মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
১	২	৩ (৪+৫)	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭+৮)	১০	১১	১২
ঢাকা	২৭	৪৭৮৯	৪১২৫	৬৬৪	২১২৫	৪৪৬	১৮৯	২৭৬০	২৮৬৩১৬	২০০৩৭৫	৪৮৬৬৯১
চট্টগ্রাম	২৩	২৬৪৭	২৫০১	১৪৬	৯৯৪	২৫৪	১৪৫	১৩৯৩	৭৮৮৯৭	৮৩৪৩৯	১৬২৩৩৬
রাজশাহী	১৮	২৭৯৩	২৫১৯	২৭৪	৮৯৫	৭২	৫৪	১০২১	৩১৮১৭	১৩৭৪৭	৪৫৫৬৪
খুলনা	১৪	২০৮৪	১৮৪৭	২৩৭	৫৫৬	২১০	৪৪	৮১০	২২৬৭৪	৭১৪৭	২৯৮২১
মোট	**৮২**	**১২৩১৩**	**১০৯৯২**	**১৩২১**	**৪৫৭০**	**৯৮২**	**৪৩২**	**৫৯৮৪**	**৪১৯৭০৪**	**৩০৪৭০৮**	**৭২৪৪১২**

কুমিল্লা বিসিক শিল্পনগরীতে ওষুধ উৎপাদন কার্যক্রম

BANGLADESH SMALL AND COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION

Location Map of BSCIC District Office, Industrial Estate/Park

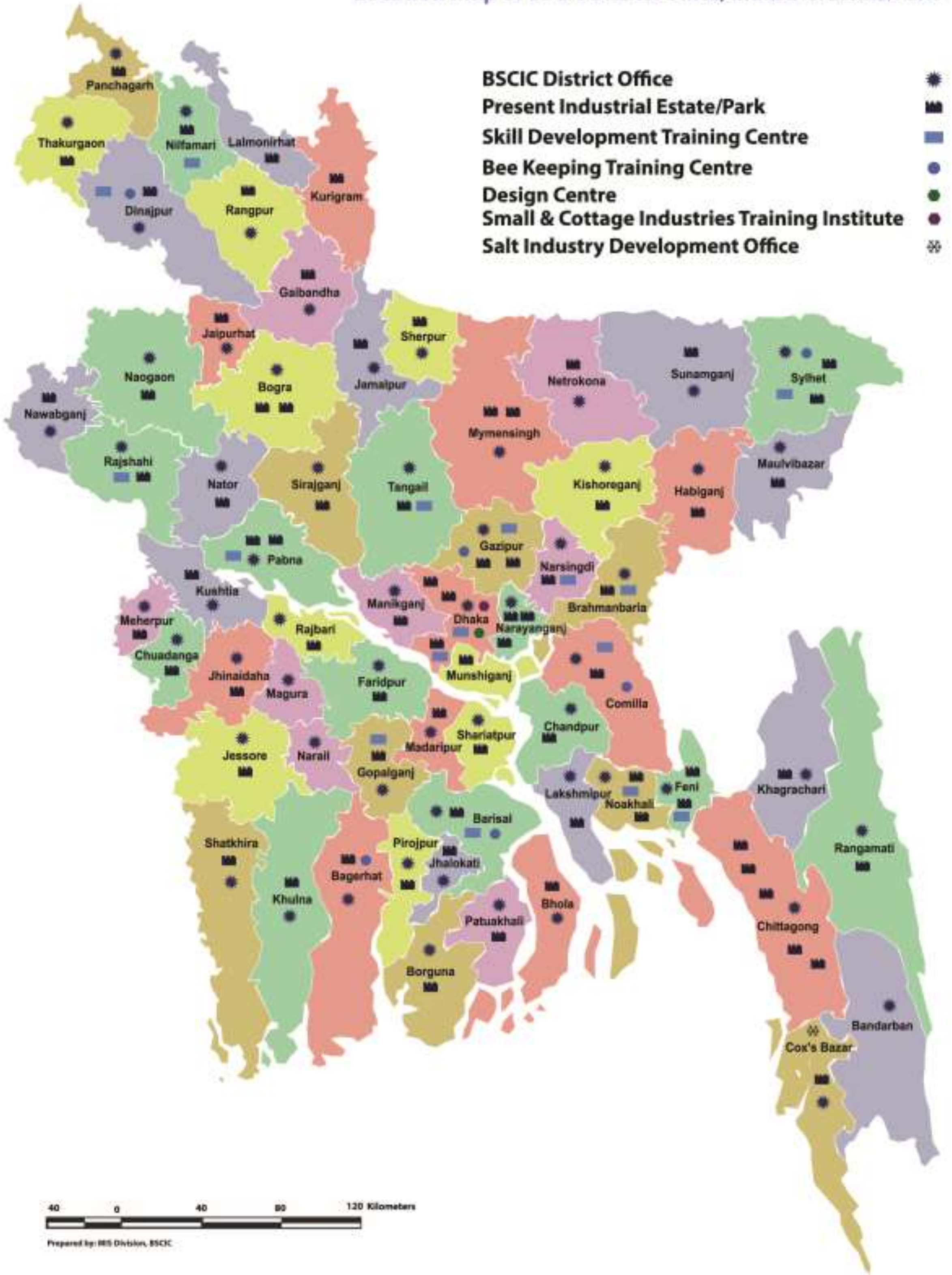

বিসিক শিল্পনগরীসমূহ ও অন্যান্য কার্যালয়সমূহের অবস্থান

৪.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান

জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্প খাতের উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিসিকের শিল্পনগরীগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের অবদান সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

ক্র.	বিষয়	সাফল্য
১.	বাস্তবায়িত শিল্পনগরী	৮২টি
২.	শিল্পপ্লট	১২,৩১৩টি
৩.	বরাদ্দকৃত প্লট	১০,৯৯২টি
৪.	বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে শিল্প কারখানা	৫,৯৮৪টি
৫.	উৎপাদনরত শিল্প কারখানা	৪,৫৭০টি
৬.	নির্মাণাধীন/নির্মাণের অপেক্ষায় থাকা শিল্প কারখানা	৯৮২টি
৭.	রুগ্ন/বন্ধ শিল্প কারখানা	৪৩২টি
৮.	শিল্প কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৪৫,৩৯৪.৯৯ কোটি টাকা
৯.	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৮.২৫ লক্ষ জন
১০.	শিল্প কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)	৬৩,৭১৬.৮৭ কোটি টাকা
১১.	রফতানিমুখী শিল্প কারখানা (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৯৩৪টি
১২.	রফতানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)	৩৩,০৪৬.০৫ কোটি টাকা
১৩.	বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)	৪,৮৫৪.৫২ কোটি টাকা

বিসিকের অন্যান্য কার্যক্রম

৪.৫ লবণ শিল্প

লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য, যা খাদ্যে ও শিল্পে ব্যবহৃত এক প্রকার দানাদার পদার্থ। লবণের প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$)। লবণ শিল্প দেশের অন্যতম শ্রমনিবিড় শিল্প। লবণ উৎপাদন থেকে মিল পর্যায়ে মোড়কজাত হওয়া পর্যন্ত এ শিল্পের সাথে প্রায় ০৫ (পাঁচ) লক্ষ লোক জড়িত এবং তাদের উপর প্রায় ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ লোক নির্ভরশীল। জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পের অবদান প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা। বিসিকের লবণ সেল লবণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও আয়োডিনযুক্তকরণ এবং বাজারজাতকরণসহ লবণ শিল্প সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এবং জাতীয় লবণনীতি, ২০২২ অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় বিসিক লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন আসছে।

৪.৫.১ লবণ উৎপাদন

সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ব্যবহার করে এবং সৌরতাপকে কাজে লাগিয়ে লবণ উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলায় এবং চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় লবণ চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত নভেম্বর মাস হতে মে মাস পর্যন্ত সময় লবণ উৎপাদন মৌসুম হিসেবে বিবেচিত। সরকারি উদ্যোগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিকের মাধ্যমে ১৯৬১ সাল থেকে দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। কক্সবাজারে অবস্থিত বিসিকের লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের আওতাধীন ১২টি লবণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরণসহ লবণ চাষে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিতভাবে লবণ উৎপাদন ও মজুত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০৮০ জন লবণ চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন হয়েছে যা গত ৬২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কক্সবাজার অঞ্চলের লবণ মাঠে লবণ উৎপাদনের চিত্র

<u>বছরভিত্তিক লবণ উৎপাদনের চিত্র</u>

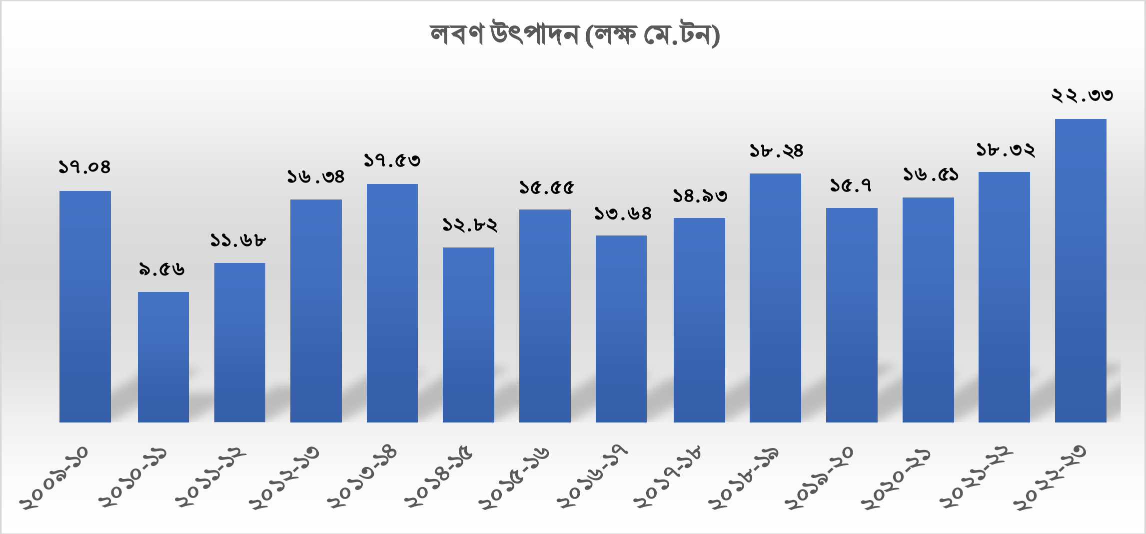

৪.৫.২ সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রম

আশির দশকের পূর্বে বাংলাদেশে আয়োডিন নামক পুষ্টি উপাদানের অভাবে গলগন্ড, বামনত্ব, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অকাল গর্ভপাত ও অপুষ্টিহীনতা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা জনস্বাস্থ্যমূলক সমস্যায় রূপ নেয়। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে আয়োডিনযুক্ত লবণের মাধ্যমে আয়োডিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মানবদেহে আয়োডিনের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যুগোপযোগী করে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ অনুযায়ী বিসিক ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী লবণ মিলসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, পটাশিয়াম আয়োডেট ও আয়োডিনযুক্তকরণ মেশিন সরবরাহ, কারিগরি সহায়তা এবং মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ভোক্তা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বুদ্ধিদীপ্ত থাকতে চাই
আয়োডিনযুক্ত লবণ খাই

২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়োডিনযুক্ত লবণের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র.নং	মাসের নাম	সংগৃহীত ও পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা (টি)	আইন অনুযায়ী কৃতকার্য (২০-৫০) পিপিএম লবণে নমুনার সংখ্যা (টি)	শতকরা হার (%)
০১	জুলাই ২০২২	৫৭৩	৪৩৩	৭৫.৫৭
০২	আগস্ট ২০২২	৬৯৩	৫৫৭	৮০.৩৮
০৩	সেপ্টেম্বর ২০২২	৭৫৩	৫৮৯	৭৮.২২
০৪	অক্টোবর ২০২২	৬৮২	৫২৬	৭৭.১৩
০৫	নভেম্বর ২০২২	৭৩০	৫৯৬	৮১.৬৪
০৬	ডিসেম্বর ২০২২	৫৫৫	৪৯৫	৮৯.১৯
০৭	জানুয়ারি ২০২৩	৬৮৪	৫৫৫	৮১.১৪
০৮	ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৭১১	৫২৬	৭৩.৯৮
০৯	মার্চ ২০২৩	৭১৭	৫৩৩	৭৪.৩৪
১০	এপ্রিল ২০২৩	৬৯৩	৫৩৮	৭৭.৬৩
১১	মে ২০২৩	৭০৮	৫০৯	৭১.৮৯
১২	জুন ২০২৩	৬৬০	৫৪১	৮১.৯৭
মোট		**৮১৫৯**	**৬৩৯৮**	**৭৮.৪২**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের ভারুয়াখালী এলাকায় লবণ মাঠ পরিদর্শন করেন।

৪.৬ মৌমাছি পালন কর্মসূচি

বিসিক মৌমাছি পালন কর্মসূচি নামক স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় উদ্যোক্তাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের ওপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্বখাতে ২৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৌমাছি পালন কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি মৌমাছির সহায়তায় ভালোভাবে পরাগায়নের মাধ্যমে শস্য/ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। বিসিকের উন্নয়ন বিভাগ ৬টি মৌমাছি উৎপাদন-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র ও ৬৪ জেলায় স্থাপিত বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে মৌ পালন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ৭৩২৮.২৫ মে. টন মধু উৎপাদিত হয়েছে।

বিসিকের সহায়তায় মধু উৎপাদন

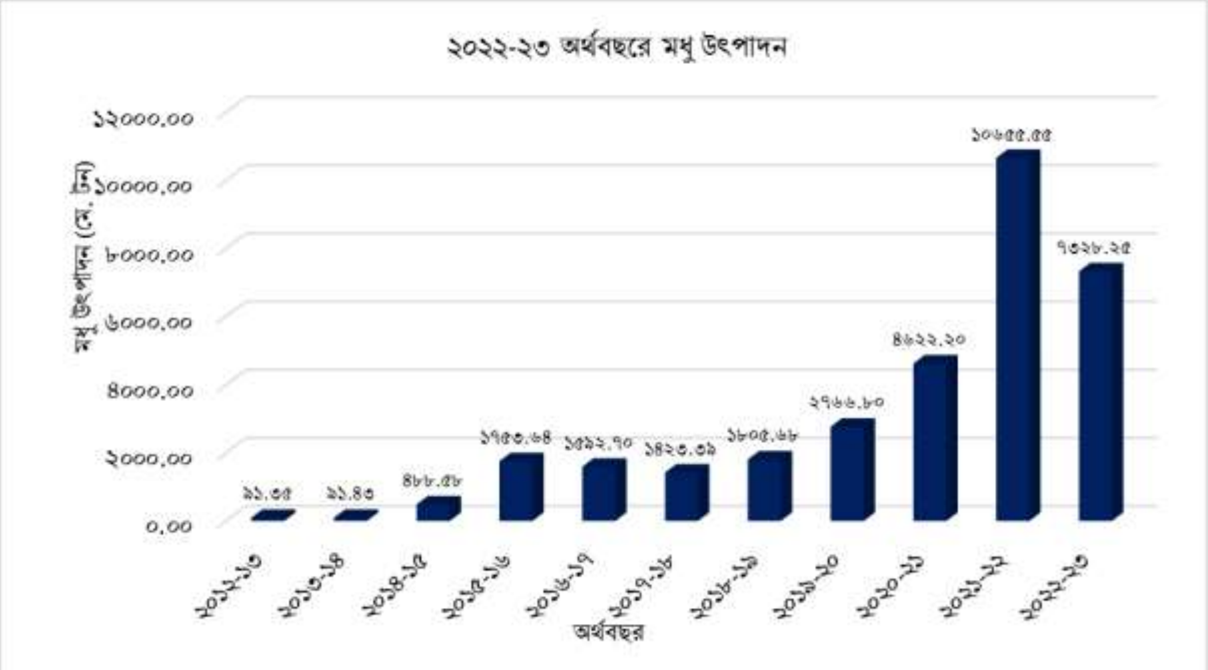

বিসিকের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌমাছি পালন কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৌচাষিদের মধ্যে মৌ-বক্স বিতরণ

৪.৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন

বিসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয়ের সংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। এই কর্মসূচির আওতায় তাদের উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্যের বিপণন সহায়তা প্রদানসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা সৃষ্টি, তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান, যন্ত্রপাতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পার্বত্য অঞ্চলের ৩ জেলায় তাঁতবস্ত্র বুনন, পোশাক সেলাই, কাঠের কাজ, বাঁশ ও বেত, বাটিক ছাপা, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন এন্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং ব্লক বিষয়ে ২৬৫জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৮ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন

বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল করিডোরের অভাবে মূল ভূমি থেকে আলাদা ছিল। ১৯৯২ সালে তিনবিঘা করিডোরের মাধ্যমে এই ছিটমহলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দীর্ঘদিন মূল ভূমি থেকে আলাদা থাকার ফলে এই এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন পর্যায়ের ছিল। তিনবিঘা করিডোরের মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উক্ত এলাকার দুঃস্থ জনগণের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিক ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৯ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান

কুটির শিল্পের সংখ্যা	৬৮,৪২,৮৮৪টি
মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা	১,০৪,০০৭টি
ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	৮,৫৯,৩১৮টি
মাঝারি শিল্পের সংখ্যা	৭,১০৬টি
২০২২-২৩ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে শিল্পখাতের অবদান	৩৭.৫৬%
২০২২-২৩ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ক) বৃহৎ শিল্প খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প গ) কুটির শিল্প	২৪.৯৫% ১৩.০১% ৭.৫৭% ৪.৩৮%
২০২২-২৩ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ক) বৃহৎ শিল্প খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প গ) কুটির শিল্প	৯.২৩% ৮.৪৬% ৯.৭৩% ১০.৬৯%

সূত্র : অর্থনৈতিক শুমারী ২০১৩ ও Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh 2022-2023(p), Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

৪.১০ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ অনুযায়ী তখন দেশে ১৬,৩৩১টি ক্ষুদ্র এবং ২,৩৪,৯৩৪টি কুটির শিল্প ছিল।

বিসিক ১৯৭৮ সালে ক্ষুদ্র শিল্প এবং ১৯৮০ সালে কুটির শিল্পের উপর দ্বিতীয় দফা জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্র শিল্প ২৪,০০৫টিতে এবং কুটির শিল্প ৩,২১,৭৪৫টিতে উন্নীত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ১৯৮৫-৮৯ মেয়াদে বিসিকের সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় যা ১৯৯১ সনে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ৩৮,২৯৪টি এবং কুটির শিল্প ৪,০৫,৪৭৮টিতে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

পঞ্চম অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের প্রশিক্ষণ

৫.১ বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উদ্যোক্তাদের সাধারণত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রতিটি জেলায় অবস্থিত বিসিক জেলা কার্যালয়সমূহে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মনিটরিংয়ে উন্নয়ন বিভাগ কাজ করছে। অন্যদিকে, ঢাকার মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনে অবস্থিত নকশা কেন্দ্র, পার্বত্য তিনটি জেলা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ শাখা, বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইসিটি সেলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো :

৫.২ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ক্র.	কার্যালয়	২০২২-২৩ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি(জন)	অগ্রগতির হার
১।	দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (১৫টি), সাবকন্ট্রাকটিং ও যৌথ উদ্যোগে	২৪০০	২৩১২	৯৬%
২।	নকশা কেন্দ্র	৩৯০	৩৯০	১০০%
৩।	রাজস্বখাতে মৌমাছি পালন কর্মসূচি	২৪০	২৪০	১০০%
৪।	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	২৩৫	২৬৫	৯৭%
৫।	লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি	১২৯০	১২৯০	১০০%
	মোট (ক)	৪৫৫৫	৪৪৯৭	৯৯%

৫.৩ উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ক্র.	কার্যালয়	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি(জন)	অগ্রগতির হার
১।	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১,৩৬০	৯০৮	১০০%
২।	ঢাকা অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৭টি)	১,২০০	১,২২০	১০০%
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৫টি)	১,১০০	১,১১৫	১০০%
৪।	রাজশাহী অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৬টি)	১,১২৫	১,১৪৯	১০০%
৫।	খুলনা অঞ্চল - বিসিক জেলা কার্যালয় (১৬টি)	১,১০০	১,০৩৭	৯৪%
	মোট (খ)	৫,৮৮৫	৫,৪২৯	৯২%

৫.৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে একটি পরিকল্পিত কার্যক্রম। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও পেশাদারি মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে বিসিক প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চাহিদা মাফিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করে থাকে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইসিটি সেল সীমিত পরিমাণে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে।

ক্র.	কার্যালয়		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার
		প্রশিক্ষণের ধরন	কোর্স (সংখ্যা)	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	কোর্স (সংখ্যা)	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	
১।	প্রশিক্ষণ শাখা	ইন-হাউজ	১৪	৪২৬	১৭	৫৪৩	১০০%
		স্থানীয়	৪৬	৫৪	৫০	৯৬	
		বৈদেশিক	১	৫	৮	১০	
		মোট	৬১	৪৮৫	৭৫	৬৪৯	
২।	আইসিটি সেল		৮	৩২০	৬	২৭৮	৮৭%
৩।	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট		২	৫০	৭	১৭৪	১০০%
	উপ-মোট (গ)		৭১	৮৫৫	৮৮	১১০১	১০০%
	সর্বমোট (ক+খ+গ)		**-**	**১১২৯৫**	**-**	**১১০২৭**	**৯৭%**

বিসিক প্রশিক্ষণ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারী নবনিযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

ষষ্ঠ অধ্যায়

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

বিসিক দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল।

৬.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (লক্ষ টাকায়)

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০২২-২৩ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্র.সা.)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত অর্থ (প্র.সা.)	মোট ব্যয় (প্র.সা.)	অবমুক্তকৃত অর্থের আলোকে অগ্রগতির হার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩)	৯৩৬৬.০০	১৪০৭.০০	১৪০৭.০০	৮১০.৫৯	৫৭.৬১%	৬৪২৫.২৮
০২.	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	২৯৫৭৫.০০	২৪.০০	-	-	-	২৩৫৬৭.৪৬
০৩.	বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)	৪২৮০০.০০	১৮.০০	১০.৩১	১০.৩০	৯৯.৯%	২১৯৩২.৬০
০৪.	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৪)	২৬৪৫৫.০০	৪৩৭৬.০০	১২৯৬.৬১	১২৮৭.৪৫	৯৯.২৯%	৯২২৩.৫৮
০৫.	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০২৩)	৭১৯২১.৪৫	৮২৩০.০০	৭৫০০.০০	২৯৩৪.৭০	৩৯.১৩%	৫২২৭৯.৫৯
০৬.	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২৪)	৭১৫৪.০০	১৬০০.০০	১৩৬০.০০	১৩২৯.০২	৯৭.৭২%	৩৯৬৯.৫৯
০৭.	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৪)	১৪৫৪৮০.০০	২০১৪৫.০০	১২৮৪২.৪৩	১২৬৭৭.৬৬	৯৮.৭২%	৭৮১৫৯.১৮
০৮.	বিসিকের ৮টি শিল্প নগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০- জুন ২০২৪)	৮১৪২.০০	৩৫০০.০০	২৮৬৯.১০	২৮০৩.৮২	৯৭.৭২%	৩৮৯০.৬২
০৯.	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪)	৯৮৬১.০০	২০০০.০০	১৭০০.০০	৩৭.০০	২.১৮%	৪৭৪৫.৫৮

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র.সা.)	২০২২-২৩ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্র.সা.)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত অর্থ (প্র.সা.)	মোট ব্যয় (প্র.সা.)	অগ্রগতির হার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০.	Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (জিওবি ২৪৯০.০০) (প্রকল্প সাহায্য (৩০০০০.০০)	১.০০ (জিওবি)	-	-	-	২৪০০২.৮৬ (জিওবি ১৩৫.৫০) (প্রকল্প সাহায্য ২৩৮৬৭.৩৬)
	মোট	**৩৮৩২৪৪.৪৫**	**৪১৩০১.০০**	**২৮৯৮৫.৪৫**	**২১৮৯০.৫৪**	**৭৫.৫২%**	**২২৮১৯৬.৩৪**
	জিওবি	**৩৫৩২৪৪.৪৫**	**৪১৩০১.০০**	**২৮৯৮৫.৪৫**	**২১৮৯০.৫৪**	**৭৫.৫২%**	**২০৪৩২৮.৯৮**
	প্রকল্প সাহায্য	**৩০০০০.০০**	-	-	-	-	**২৩৮৬৭.৩৬**

এডিপি/আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতির হার
২০১৪-২০১৫	১৮	৬৮৩.২৮	৩৬৪.৬৩	৩২৩.১৪	৮৯%
২০১৫-২০১৬	২২	৮০৯.৫৮	৬৩৯.০৮	৩১৪.৩৯	৪৯%
২০১৬-২০১৭	২৮	৮৭৮.০৯	৩৯২.৭৬	৩২৫.২৩	৮৩%
২০১৭-২০১৮	২৬	৮৪০.৪১	৬২১.৮২	৪৫১.২৭	৭২%
২০১৮-২০১৯	২৭	৫৭৭.৯০	৭৬২.০৬	৭৬৭.৭৫ (প্র: সা-৫.৬৯)	১০০%
২০১৯-২০২০	২৪	৬১৬.৮১	৮৬৮.৯২	৭৫৬.৪০ (প্র: সা-৪.৩২)	৮৭%
২০২০-২০২১	২০	৬০৬.৭৫	৭৩৫.৩৬	৬৩৪.৭৯	৮৬%
২০২১-২০২২	১৪	৫৬৭.৮৭	৫৬৭.৮৭	৫৩০.৪১	৯৩.৪৩%
২০২২-২০২৩	১০	৩২৫.০০	৪১৩.০১	২১৮.৯০	৭৫.৫২%

৬.৩ চলমান ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

৬.৩.১ বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১০-জুন ২০২৩)

দেশে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট ‘বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ’ প্রকল্পটি ৭১,৯২১.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, সয়েল টেস্ট ও ডাইক বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল ৮৩%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৫০%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৭৭%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৭৪%, ড্রেন নির্মাণ কাজ ৩৩%, পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন কাজ ৮৫%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৭০%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৪২% সম্পন্ন হয়েছে। মেইন গেইট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৭৫,৮৩,০৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর কোটি তিরাশি লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী বরাবর ডিপোজিট করা হয়েছে। বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ডিপিপির সংস্থান থেকে ৫০,০০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ কোটি) নেসকো বরাবর ডিপোজিট করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কমবেশি ৫৭০টি রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প দেশজ শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং এর মাধ্যমে ১ লক্ষ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৩.২ বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৫)

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় ‘বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৪,৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৯.৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রয়কৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে। শিল্পনগরী বাস্তবায়িত হলে ২৭১টি শিল্পপ্লটে কম-বেশি ২৫০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে, যার মাধ্যমে ৬,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৩ বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১,৪৫,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৮.৩৩ একর জমিতে ‘বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ৩০৮.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ ৭০% এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ ১৪% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২,১৫৪টি শিল্পপ্লটে কম-বেশি ২,১০০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০,০০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৪ বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৪)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ২৬,৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০০ একর জমিতে বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ২৭-১০-২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ বরাবর ৩০-১০-২০২২ তারিখ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ০১-০১-২০২৩ তারিখ জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির (ডিএলএসি) সভায় প্রকল্পের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারসুর মৌজায় ১০০ একর জমির অধিগ্রহণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক গত ০৮-০২-২০২৩ তারিখে ৪ ধারা নোটিশ জারী করা হয় এবং গত ১৫-০২-২০২৩ তারিখে যৌথ তদন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০০ একর জমির মধ্যে কিছু কিছু জমির মালিক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ বরাবর লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। গত ০৯ ও ১২ এপ্রিল আপত্তির উপর শুনানী হয়েছে। জেলা প্রশাসন মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত জেলা কৃষি অফিস, মুন্সিগঞ্জ বরাবর আপত্তির ওপর পুনরায় মতামতের জন্য ০৭-০৬-২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করেছেন। কৃষি অফিসের মতামত নিয়ে পুনরায় জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ হতে প্রকল্পের ১০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চুড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬.৩.৫ বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় 'বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪২,৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ০৯-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৯-০১-২০২৩ তারিখ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২৪-০১-২০২৩ তারিখ ভূমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ অন্যান্য নির্দেশনাসমেত আরডিপিপি বিসিকে প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জেলা প্রশাসন মুন্সিগঞ্জের সাথে ভূমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির বিষয়ে টেলিফোনিক যোগাযোগ করেন। জেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ হতে ভূমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র এখনো পাওয়া যায় নি। গত ২১-০৫-২০২৩ তারিখে মোট ৫১১.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ৩য় সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ , অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' জুন ২০২২ অনুচ্ছেদ ৪.২.৪ অনুসরণে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ ৩ মাস পূর্বে প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি বিধায় বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী ৩য় সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয় মর্মে গত ৩০-০৫-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জানানো হয়। প্রকল্প সংশোধনে বিলম্বের কারণসহ প্রকল্পটির অনুমোদন প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য ২১-০৬-২০২৩ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। শিল্পনগরীটি স্থাপিত হলে ৩৭০টি প্লটে কম-বেশি ৩৬০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে যার মাধ্যমে ১৮,০০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৬ বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩)

প্রকল্পটি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় ৯,৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ের মাটি ভরাট কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট মাটি ভরাট কাজ ৯৬% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ ও রিটেইনিং/প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ কাজ ১০০% এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৮৬% সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজের লে-আউট গত ২৩-০২-২০২৩ তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে খালের উপর ব্রিজ নির্মাণের জন্য পাইলিং এর কাজ শেষ হয়েছে। ডাম্পিং ইয়ার্ড কাজের লে-আউট ১০-০৫-২০২৩ এবং পুকুর পাড়ের আরসিসি প্যালাসাইডিং ও মেইন গেইট নির্মাণ কাজের লে-আউট ১৫-০৫-২০২৩ তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন, আবাসিক ভবন ও অন্যান্য (পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার) কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই লে-আউট প্রদান করা হবে। ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন কাজের যোগ্য দরদাতা না পাওয়ায় পুনরায় দরপত্র আহবান করতে হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৮৪টি শিল্পপ্লটে কম-বেশি ১৪৮টি শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ৭,৫০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৭ বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (প্রকল্প মেয়াদ : অনুমোদিত জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকল্পটি ৭১৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ, বাউন্ডারি ওয়াল (১ম পর্যায়), মেইন গেইট নির্মাণ, পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং, ড্রেন-কালভার্ট (১ম পর্যায়), ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ, ২টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন এবং রাস্তা নির্মাণ (১ম পর্যায়) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়াল (২য় পর্যায়) নির্মাণ কাজ ৬০%, ড্রেন-কালভার্ট (২য় পর্যায়) ৪০% ও রাস্তা নির্মাণ (২য় পর্যায়) ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনের পাইলিং নির্মাণ কাজ প্রায় ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। পানির পাইপ লাইন স্থাপন কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হলে কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১১০টি শিল্পপ্লটে কম-বেশি ১০০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২,৫০০জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৮ বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৪)

প্রকল্পটি ৮১৪২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান পুরাতন ৮টি শিল্পনগরী যথা ময়মনসিংহ, জামালপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, সিলেট (খাদিমনগর), বগুড়া ও সাতক্ষীরা-এর বর্তমান অবকাঠামো যথা: পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার ও সীমানা প্রাচীর মেরামত; শিল্পনগরীর রাস্তা, ড্রেন, গেইট ও অফিস ভবন পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ, জামালপুর, নরসিংদি, কুমিল্লা, কক্সবাজার, সিলেট (খাদিমনগর), বগুড়া, ও সাতক্ষীরা শিল্পনগরীসমূহ রাস্তা নির্মাণ ৫৭০৯৩.৫৩ বর্গ মিটার, ড্রেন নির্মাণ ২৩২৯০.০০ মিটার, সীমানা প্রাচীর মেরামত ১৭৬৯.০৭ মিটার, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার ২৮৯.৪৯ বর্গ মিটার মেরামত করা হবে। এছাড়া কক্সবাজার, বগুড়া, কুমিল্লা ও সিলেট শিল্পনগরীর অফিস ভবন পুনর্নির্মাণ ৭২০২.৬৯ বর্গ মিটার, সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণ ৫৮২.০০ বর্গ মিটার, সিলেটে ১টি রেস্ট হাউজ পুনর্নির্মাণ এবং শিল্পনগরীর ৭টি গেইট পুনর্নির্মাণ করা হবে।

৬.৩.৯ বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতভুক্ত এ প্রকল্পটি ঠাকুরগাও জেলার সদর উপজেলার আকচা এলাকায় ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক ৭ ধারা জারির পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি, ঠাকুরগাঁও হতে প্রকল্পের বিদ্যুৎ সংযোগের সম্মতিসহ ব্যয় প্রাক্কলন সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যয় প্রাক্কলনসহ অনুমোদনের জন্য ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখ সরেজমিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের অফিস ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, আউট সোর্সিং ফার্ম নিয়োগ, অফিস সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩.১০ Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM) (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)

প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগ। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প ও এর উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার তৈরি, বাজার সম্প্রসারণ, টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি যথাযথ কর্মকৌশল তৈরির লক্ষ্যে প্রিজমের সূচনা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় প্রকল্পটি সমাপ্তির সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্প সম্পর্কে একটি কম্প্রিহেন্সিভ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৬.৪ বিসিকের বাস্তবায়িত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহ

- হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ;
- জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ;
- চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা;
- এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ;
- বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ।

৬.৪.১ হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ

প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে খ্যাত নারায়ণগঞ্জ শহরের ভগবানগঞ্জ নামক স্থানে হিন্দুধর্মীয় মন্দিরকে ঘিরে হোসিয়ারি শিল্পের উত্থান ঘটে। গেঞ্জি, টি-শার্ট, পলো শার্ট ইত্যাদি হচ্ছে হোসিয়ারি শিল্পের উৎপাদিত অন্যতম পোশাক। ১৯৮৫ সালে সম্পূর্ণ মনোটাইপ হোসিয়ারি শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হোসিয়ারি শিল্পের সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজারজাতকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক ১৯৯০ সালে নারায়ণগঞ্জস্থ এনায়েত নগর ইউনিয়নের শাসনগাঁও নামক গ্রামের হরিহরপাড়া মৌজায় ৫৮.৫২ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে শিল্পনগরীটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে হোসিয়ারি শিল্পনগরীতে ৭৪১টি শিল্পপ্লটে ৭৪০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরী স্থাপন এ দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে স্থাপিত বিসিকের হোসিয়ারি শিল্পনগরী

৬.৪.২ জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পূর্বে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়ায় ২০ একর জমিতে অবস্থিত এ শিল্পনগরী ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জামদানি শিল্পনগরীতে ৪০৭টি শিল্পপ্লটে স্থাপিত কারখানাগুলোতে মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হয়। জামদানি হলো কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত একধরনের পরিধেয় বস্ত্র যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। ২০১৩ সালের ৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের জামদানি শিল্প জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর ইন্টেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির তালিকায় স্থান পায়। এছাড়া সরকার ২০১৬ সালে জামদানিকে একটি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

অপরূপ নকশা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে জামদানি শাড়িতে

৬.৪.৩ চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক চামড়া শিল্পের উন্নয়নে ‘চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৯৯.৪০ একর জমির মধ্যে ১২১.৬৩ একর জমিতে ১৬৩টি ট্যানারি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ২০৫টি শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট জমির মধ্যে ১৭.৩০ একরে কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি), সিইটিপি সংশ্লিষ্ট ৩টি ইপিএস ও ৩টি সিসিআরইউ এবং ৬০.৪৭ একর জমিতে রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট, ফায়ার স্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি প্রভৃতি রয়েছে। ২০০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ প্রকল্পে শুধু ভূমি উন্নয়নপূর্বক কিছু প্লট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয়েছিল। দৈনিক ২৫,০০০ কিউবিক মিটার তরল বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের (সিইটিপি) টেন্ডার কাজসহ অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ ২০০৮ সালের পর এ সরকারের আমলেই শুরু করা সম্ভব হয়েছিল। সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনার আলোকে কারিগরি দিক থেকে জটিল এই সিইটিপি ও এর সংশ্লিষ্ট অঙ্গের নির্মাণ কাজ শেষ করে গত ৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে ট্যানারি হতে উৎপন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক নদীতে নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পে দুইটি আধুনিক ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছিল যেগুলোতে এখন কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। গত ৩০শে জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রকল্প এলাকাস্থ ট্যানারি শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপন্ন তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত কোম্পানি Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Limited প্রকল্প সমাপ্তির পর ১লা জুলাই ২০২১ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন করে আসছে। আধুনিক কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপনের ফলে হাজারীবাগ ও বুড়িগঙ্গা নদীসহ তৎসংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং চামড়া শিল্পের ক্ষতিকর দূষণ প্রায় দূরীভূত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.২৩ মোতাবেক পরিবেশবান্ধব শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুরক্ষা করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অন্যতম অঙ্গীকার যা বিশেষ দশটি উদ্যোগের মধ্যেও রয়েছে। বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা এবং Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Limited এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা

- ২০১২ সালে চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ যেমন-সিসিআরইউ, ইপিএস, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় এবং কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গানসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

- কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের ট্রিটমেন্ট প্রসেসের কারণে বর্তমানে ট্যানারির তরল বর্জ্য সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে পড়ছে না। সিইটিপির মাধ্যমে ট্যানারির তরল বর্জ্য পরিশোধিত হয়ে নদীতে পড়ছে।

- ২০১৭ সাল থেকে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাস্থ সকল ট্যানারিসমূহকে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে তা থেকে আয়রন ও অন্যান্য অপদ্রব্য দূরীভূত ও পরিশোধিত করে সরবরাহ দেয়া হচ্ছে।

- ২০১৭ সালের ৮ই এপ্রিল হাজারীবাগস্থ ট্যানারিসমূহকে আধুনিক ও পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা'-তে স্থানান্তরিত করা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

- করোনা মহামারিতেও চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন ২০২১ এ শেষ করাও বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

- 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫ হাজারেরও অধিক স্থায়ী কর্মসংস্থান, সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারণসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

- 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ট্যানারি শিল্পের মতো একটি দূষণপ্রবণ শিল্পে পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে চামড়া খাতকে আর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকার সিইটিপি

৬.৪.৪ এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। পাশাপাশি ৪৩টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় ও রপ্তানিমুখী ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমিতে সিইটিপি এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থাসহ সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই শিল্পপার্কে এ-টাইপ (৩.২৭ একর) ৩০টি, বি-টাইপ (২.৩৫ একর) ০৫টি, এস-টাইপ (বিভিন্ন সাইজের) ০৭টিসহ মোট ৪২টি উন্নত শিল্পপ্লট তৈরি করে তা বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সুপারিশক্রমে ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্প-কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু করেছে।

এপিআই শিল্পপার্কটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় স্থাপিত বিসিকের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক

৬.৪.৫ বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ

প্রকল্পটি ৩০৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৫০ একর জমিতে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে ৩৬২টি শিল্পপ্লটে ২৫০টি (সম্ভাব্য) শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১০,৬৫০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৫ ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র.	প্রকল্পের নাম
১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লবণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
২.	বিসিক আগ্রাবাদ ভবন, চট্টগ্রাম
৩.	বিসিক উত্তরাঞ্চল কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পার্ক, বগুড়া
৪.	বিসিক চামড়া শিল্প পার্ক, ঢাকা এর পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাবের উপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৫.	বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ধামরাই
৬.	বেলাবো বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, নরসিংদী
৭.	বিসিক ভবন, খুলনা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

সপ্তম অধ্যায়

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

বিসিকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে ঋণ দিয়ে সহায়তা করে আসছে।

৭.১ বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ও ইউএনসিডিএফ ঋণ কর্মসূচি

বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতির বিবরণ দেয়া হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	ঋণ কর্মসূচির নাম	২০২২-২০২৩ অর্থবছর		
		বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত
১.	বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত)	১৭৮৬.৯৫	১৮৫৯.৯৯	১৫৭১.০১
২.	ইউএনসিডিএফ	-	১৮৩.০৯	৩০৮.৮৪

ক্র.	বিষয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছর		
		পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট
১.	বিনিতের মাধ্যমে কর্মসংস্থান	৩৮৬	১৪৪২	১৮২৮

৭.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ২০ হাজার কোটি টাকা করে মোট ৬০ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

পর্যায়	ঋণপ্রাপ্ত ইউনিট সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ (কোটি টাকায়)	বিতরণ (%)	মন্তব্য
প্রথম পর্যায় (২০২০-২০২১ অর্থবছর)	৯৬,১৪৬ টি	১৫,০৭৯.০০	৭৫.৪০%	বিসিকের সুপারিশকৃত ৩১,০৭৬টি ইউনিটের মধ্যে ২৪,৫০০টি শিল্প ইউনিটের বিপরীতে মোট ৬,৮৪২.৫০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
দ্বিতীয় পর্যায় (২০২১-২০২২ অর্থবছর)	৭৮,২৫২ টি	১৪,০৪১.৯৬	৭০.২৪%	বিসিকের সুপারিশকৃত ২৩,৫১৯টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৮,৯৮০টি ইউনিটের বিপরীতে মোট ৬,৭৪০.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
তৃতীয় পর্যায় (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)	৪০,৫৩৩ টি	৫,০৩৪.১১	২৫.৩৯%	বিসিকের সুপারিশকৃত ১৮,০৮০টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৬,৬৪৬টি ইউনিটের বিপরীতে মোট ২,৬৩৮.৭৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৩ সরকার কর্তৃক বিসিকের অনুকূলে প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ

নভেল করোনাভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের বাজেটের অধীন 'অপ্রত্যাশিত ব্যয়' খাত হতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর অনুকূলে বিশেষ অনুদান বাবদ ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

প্রাপ্ত তহবিলের ১ম পর্যায়ের ৫০.০০ কোটি টাকা ৬৪টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৩০শে জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ের অবশিষ্ট ৫০.০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ঋণ কর্মসূচির সুদের হার গ্রাহক পর্যায়ে ৪% এবং ৬ মাস রেয়াতি সময়সহ ২ বছরে পরিশোধযোগ্য।

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি	বিতরণকৃত ঋণ	ঋণপ্রাপ্ত শিল্প ইউনিট	পুরুষ উদ্যোক্তা	নারী উদ্যোক্তা	মন্তব্য
১ম পর্যায়ের ৫০.০০ কোটি টাকা (২০২০-২১ অর্থবছর)	৫০.০০ কোটি টাকা	১,৬০৮ টি	১,০৪৯ জন	৫৫৯ জন	৩০শে জুন ২০২১-এ ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।
২য় পর্যায়ের ৫০.০০ কোটি টাকা (২০২১-২২ অর্থবছর)	৫০.০০ কোটি টাকা	১,৭৩৮ টি	১,০৯৮ জন	৬৪০ জন	২৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

৭.৪ বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি

'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচির আওতায় বিসিক ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের মধ্যে গত ১৮-১১-২০২০ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় বিসিকের প্রশিক্ষিত যুবাদের (১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি) স্বল্পসুদে (৯% সরল সুদ) ও জামানতবিহীন ২০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত বিসিকের প্রশিক্ষিত মোট ১৭,৮১৩ জন উদ্যোক্তাকে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের বিপরীতে ৩,৩৮৪ জন উদ্যোক্তার মাঝে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক মোট ৫৮.৫৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় নোয়াখালী জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির সভা

বিসিক জেলা কার্যালয়, রংপুর কর্তৃক বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ বিতরণ

মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

অষ্টম অধ্যায়

মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পখাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার-প্রসার তথা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক দেশব্যাপী মেলা, প্রদর্শনী ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও বিসিকের উদ্যোগে ৩২টি মেলা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, দেশে ৫৮টি ও দেশের বাইরে ১৩টিসহ মোট ৭১টি মেলায় বিসিকের উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন।

৮.১ বিসিক কর্তৃক আয়োজিত মেলা

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	আয়োজনকারী	মোট স্টল	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)
০১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২২	২৫-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৪৭	১৯.৫৩
০২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২২	১৮-২২ ডিসেম্বর, ২০২২	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৫০	২৩.৫১
০৩	বিজয় মেলা ও প্রদর্শনী ২০২২	১৬-২২ ডিসেম্বর, ২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	২৪	১৫.৯৪
০৪	বঙ্গবন্ধু বিজয় মেলা-২০২২	১৩-১৯ ডিসেম্বর, ২০২২	বিসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২৭	৫.৬৮
০৫	২৭ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	০১-৩১ জানুয়ারি, ২০২৩	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	১৬	৬৫.৫১
০৬	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১১-২০ জানুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, ফেনী	৪৫	৪৫
০৭	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১৬-২৫ জানুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, পিরোজপুর	৫০	৩৬.৫
০৮	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	২১-৩০ জানুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর	৩৫	৫৩
০৯	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	২২-৩১ জানুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, পাবনা	৪৬	৫৯
১০	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০১-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, নীলফামারী	৫০	৬৫.২৭
১১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৪-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী	৩৫	৮৭.৫
১২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৯-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	৪০	৮০
১৩	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১১-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	৩৫	৩৩.৯১
১৪	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১৫-২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, নাটোর	৪০	৪৮
১৫	অমর একুশে মেলা-২০২৩	১৭-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	বিসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২৬	১৭.১২৬৪৫
১৬	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৪১	২০.৫৫
১৭	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	২৬ ফেব্রুয়ারি-০৭ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	৪৪	৭৫
১৮	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০২-০৮ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর	৩৫	২০.২৭
১৯	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০২-১১ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, পঞ্চগড়	৩২	৩০
২০	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৫-১৪ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, বগুড়া	৪৬	৫৩.৭
২১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৫-১৪ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, রংপুর	৫০	৩০.৫৭

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	আয়োজনকারী	মোট স্টল	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)
২২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৫-১৪ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, সিলেট	৪১	২২
২৩	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৯-১৮ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, লালমনিরহাট	৪৬	১৬.৯৯
২৪	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৯-১৮ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, খুলনা	৩৫	৯.৮৭
২৫	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১১-১৭ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা	৪১	৪৫
২৬	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১১-২০ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, গাজীপুর	৫০	৪৪.৬৮৭
২৭	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১১-২০ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	৫০	৪৪.৬৩
২৮	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১২-১৮ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, নওগাঁ	৩২	১২.৫৭
২৯	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	১১-২০ মার্চ, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, শরীয়তপুর	৪১	২২
৩০	বৈশাখী মেলা-১৪৩০	১১-২০ এপ্রিল, ২০২৩	বিসিক ও বাংলা একাডেমি	৮৮	২৭.৩৫১৭৫
৩১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	২৬ মে-০৪ জুন, ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, ঝিনাইদহ	৪০	২০
৩২	হস্তশিল্প মেলা	০১-০৫ জুন, ২০২৩	বিসিক ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২৫	৪.৮৩৫

বিসিক ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হস্তশিল্প মেলা

বিসিক ভবন, মতিঝিলে আয়োজিত বিসিক উদ্যোক্তা মেলা ২০২২ এর উদ্বোধন করছেন বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান

বিসিক জেলা কার্যালয়,বগুড়া কর্তৃক আয়োজিত বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩ এর উদ্বোধন

বিসিক জেলা কার্যালয়,সিরাজগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত বিসিক উদ্যোক্তা মেলা ২০২৩ এ উদ্যোক্তাদের স্টল পরিদর্শন করছেন বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান

৮.২ বিসিকের বিভিন্ন কার্যালয় কর্তৃক মেলায় অংশগ্রহণের তথ্য

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কার্যালয়	আয়োজনকারী
১	Food and Chemical Laboratory trade Expo	১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২	লবণ সেল, বিসিক	Institute of Food Science & Technology, স্থান: BICC, আগারগাঁও
২	শচীন মেলা ২০২২	২৯-৩১ অক্টোবর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা	জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা
৩	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১১-১২ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	জেলা প্রশাসন, সিরাজগঞ্জ
৪	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৩-১৪ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, শরিয়তপুর	জেলা প্রশাসন, শরিয়তপুর
৫	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৪-১৫ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, গাইবান্ধা	জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা
৬	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৫-১৬ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, মৌলভীবাজার	জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার
৭	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৫-১৬ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	জেলা প্রশাসন, ঠাকুরগাঁও
৮	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৫-১৬ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নীলফামারী	জেলা প্রশাসন, নীলফামারী
৯	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নাটোর	জেলা প্রশাসন, নাটোর
১০	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, পাবনা	জেলা প্রশাসন, পাবনা
১১	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, ভোলা	জেলা প্রশাসন, ভোলা
১২	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, জামালপুর	জেলা প্রশাসন, জামালপুর
১৩	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, খুলনা	জেলা প্রশাসন, খুলনা
১৪	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, বগুড়া	জেলা প্রশাসন, বগুড়া
১৫	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	জেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ
১৬	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৭	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৬-১৭ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, লালমনিরহাট	জেলা প্রশাসন, লালমনির হাট
১৮	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৭-১৮ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নরসিংদী	জেলা প্রশাসন, নরসিংদী
১৯	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৮-১৯ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, পিরোজপুর	জেলা প্রশাসন, পিরোজপুর
২০	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৮-১৯ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কার্যালয়	আয়োজনকারী
২১	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৮-১৯ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, কক্সবাজার	জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার
২২	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৮-১৯ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, রাজবাড়ি	জেলা প্রশাসন, রাজবাড়ী
২৩	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৮-১৯ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল	জেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল
২৪	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৯-২০ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, বি.বাড়িয়া	জেলা প্রশাসন, বি.বাড়িয়া
২৫	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৯-২০ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, বাগেরহাট	জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট
২৬	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৯-২০ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, ঝিনাইদহ	জেলা প্রশাসন, ঝিনাইদহ
২৭	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৯-২০ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম
২৮	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২০-২১ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	জেলা প্রশাসন, নারায়নগঞ্জ
২৯	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২০-২১ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, বরিশাল	জেলা প্রশাসন, বরিশাল
৩০	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২১-২২ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, চাঁদপুর	জেলা প্রশাসন, চাঁদপুর
৩১	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২১-২২ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নওগাঁ	জেলা প্রশাসন, নওগাঁ
৩২	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২১-২২ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, বান্দরবান	জেলা প্রশাসন, বান্দরবান
৩৩	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২২-২৩ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, পঞ্চগড়	জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড়
৩৪	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২২-২৩ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, বরগুনা	জেলা প্রশাসন, বরগুনা
৩৫	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৩-২৪ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নেত্রকোণা	জেলা প্রশাসন, নেত্রকোনা
৩৬	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৩-২৪ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, ফেনী	জেলা প্রশাসন, ফেনী
৩৭	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৩-২৪ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা	জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা
৩৮	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৩-২৪ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, মাগুরা	জেলা প্রশাসন, মাগুরা
৩৯	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৩-২৪ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নড়াইল	জেলা প্রশাসন, নড়াইল
৪০	জাতীয় এসএমই মেলা ২০২২	২৪ নভেম্বর-৩ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক প্রধান কার্যালয়	এসএমই ফাউন্ডেশন
৪১	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৪-২৫ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট	জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কার্যালয়	আয়োজনকারী
৪২	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৫-২৬ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর	জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর
৪৩	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৭-২৮ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, সিলেট	জেলা প্রশাসন, সিলেট
৪৪	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৭-২৮ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, মাদারীপুর	জেলা প্রশাসন, মাদারীপুর
৪৫	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৯-৩০ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ
৪৬	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২৯-৩০ নভেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, রংপুর	জেলা প্রশাসন, রংপুর
৪৭	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	৩-৪ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, যশোর	জেলা প্রশাসন, যশোর
৪৮	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	৪-৫ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, ঢাকা	জেলা প্রশাসন, ঢাকা
৪৯	তথ্য মেলা ২০২২	৬-৭ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, রাজবাড়ি	জেলা প্রশাসন, রাজবাড়ী
৫০	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	৭-৮ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী	জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী
৫১	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	৮-৯ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর	জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর
৫২	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৭-১৮ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা	জেলা প্রশাসন, চুয়াডাঙ্গা
৫৩	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	১৮-১৯ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম
৫৪	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২০-২১ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	জেলা প্রশাসন, খাগড়াছড়ি
৫৫	তথ্য মেলা ২০২২	২০-২১ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫৬	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২	২১-২২ ডিসেম্বর,২০২২	বিসিক জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী	জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালী
৫৭	সুলতান মেলা	০৭-২০ জানুয়ারি,২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, নড়াইল	জেলা প্রশাসন, নড়াইল
৫৮	লালন মেলা	০৪-০৬ মার্চ,২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া	জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া

৮.৩ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রয়/প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুপারিশ প্রদান

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	মেলা আয়োজনের স্থান
১	India International Mega Trade Fair (IIMTF) 2022	১৯- ২৯ আগস্ট, ২০২২	নিউ দিল্লী, ভারত
২	5th Dashain Festival 2079	১৫- ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২	ভ্রিকুটিমন্ডব, কাঠমান্ডু, নেপাল
৩	8th Handcraft and Tourism Fair 2022	১৫-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২	কলকাতা, ভারত

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	মেলা আয়োজনের স্থান
৪	Bangladeshi Immigrant Day & Trade Fair 2022	২৩-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
৫	Jaleshwor Mahotsab 2079	৩০ সেপ্টেম্বর- ৫ অক্টোবর, ২০২২	জলেশ্বর, নেপাল
৬	The 16th International Handicrafts and Trade Show	২৮ অক্টোবর- ৬ নভেম্বর, ২০২২	ওয়াগাদুগু, বুর্কিনা ফাসো
৭	41st Edition of India International Trade Fair (IITF)-2022	১৪- ২৭ নভেম্বর, ২০২২	নিউ দিল্লী, ভারত
৮	'ASPIRATION 2022' Annual Celebration cum Exhibition, Sri Aurobindo Institute of Culture	০৯- ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২	কলকাতা, ভারত
৯	9th Handicrafts Fair- 2022	১৯- ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২	কলকাতা, ভারত
১০	৩৬ তম সুরাজকুন্ড আন্তর্জাতিক ক্রাফটস মেলা ২০২৩	০৩- ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	ফরিদাবাদ,হরিয়ানা, ভারত
১১	56th Diplomatic Redcross Bazar Fair	২৫- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
১২	Chennai Vizha 2023(National Handicrafts, Handlooms and Food Exhibition)	২৯ এপ্রিল- ১৪ মে, ২০২৩	আইল্যান্ড গ্রাউন্ড, চেন্নাই, ভারত
১৩	৩৪ তম বিধাননগর রথযাত্রা উৎসব ও মেলা ২০২৩	১৬- ৩০ জুন, ২০২৩	কলকাতা, ভারত

৮.৪ ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ

০১-৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিবিসিএফইসি), পূর্বাচল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিসিক ২,৫০০ বর্গফুট আকারের প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন, ক্যাটাগরি 'বি' এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্যাভিলিয়নে ৮x৮ বর্গফুট আকারের ২২ টি স্টল স্থাপন করে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ প্রদান করা হয় এবং বিসিকের মধু প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য ২টি স্টল সংরক্ষিত রাখা হয়। মেলায় অংশগ্রহণকৃত উদ্যোক্তারা শতরঞ্জি, পাটজাত, চামড়াজাত, বস্ত্র (শাড়ি, থ্রি পিস, ব্লক-বুটিক্স, নকশিকাঁথা, পাহাড়ি বস্ত্র), খাদ্যজাত (মধু, চা, ভেষজ পণ্য, মোয়া, সেমাই, চিপস, চাটনি), প্রসাধনী ইত্যাদি পণ্য বিক্রি করেন। মেলায় বিসিক প্যাভিলিয়ন প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন 'বি' ক্যাটাগরিতে ৩য় পুরস্কার অর্জন করে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিসিক প্যাভিলিয়নে স্থাপিত শতরঞ্জি পণ্যের স্টল

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিসিক প্যাভিলিয়নে স্থাপিত চামড়াজাত পণ্যের স্টল

৮.৫ বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ডাইরেক্টরি প্রকাশ

বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য, বার্ষিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও পণ্যের বাজার সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করে বিগত ১৯৯৬, ২০০২ ও ২০০৫ সালে পণ্য ডাইরেক্টরি প্রকাশ করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদকরণের প্রেক্ষিতে পণ্য ডাইরেক্টরি ২০২২ প্রকাশ করা হয়েছে। পণ্য ডাইরেক্টরিটির মাধ্যমে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্য ও পণ্যের বাজার সম্পর্কে উদ্যোক্তা, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, গবেষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৮.৬ ‘দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণন চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

বিপণন বিভাগ কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনের কনফারেন্স রুমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড লিডারশিপ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ শরীয়তউল্লাহ। এছাড়াও, প্যানেল আলোচক হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক জনাব আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন এবং উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান তরঙ্গ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কোহিনুর ইয়াসমিন উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে আগত বক্তারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে সিএমএসএমই উদ্যোক্তারা প্রতিনিয়ত যেসব চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন সেগুলোর ওপর বিশদভাবে আলোচনা করেন। সম্মানিত বক্তারা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় হিসেবে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, উপজেলা পর্যায়ে সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের তথ্যভান্ডার তৈরি, সাব-কনট্রাক্টিং সেবা চালুকরণ, এসএমই বান্ধব রপ্তানি নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেমিনারে বিসিক পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বিসিকের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রধানগণ, ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিসিক পরিচালক (অর্থ) জনাব মো: কামাল উদ্দিন বিশ্বাস

সেমিনারে অংশগ্রহণকৃত অতিথিবৃন্দের একাংশ

৮.৭ বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে বৈশাখী মেলা আয়োজন

বিসিক এবং বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ১১-২০ এপ্রিল ২০২৩ সময়কালে 'বৈশাখী মেলা ১৪৩০' আয়োজন করা হয়। ১৪ এপ্রিল ২০২৩ (১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ) তারিখে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত বর্ণিল এই মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত লোকজ পণ্য প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান এবং দেশীয় সংস্কৃতির আবহ তুলে ধরার লক্ষ্যে এই মেলা আয়োজন করা হয়। মেলা প্রাঙ্গণে মোট ৮৮টি স্টল নির্মাণ করা হয়- তন্মধ্যে ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি স্টল অংশগ্রহণকৃত উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, ০২ (দুই) টি স্টল বিসিকের মধু বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং ১০ (দশ) টি স্টল কারুশিল্পীদের কারুপণ্য প্রদর্শনের জন্য বিনামূল্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়। মেলায় তৈরি পোশাক, মধু ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য, বাঁশ ও বেতের তৈরি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। এছাড়াও, কারুশিল্পীদের কর্মের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বৈশাখী মেলা ১৪৩০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান

বৈশাখী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পণ্য ডাইরেক্টরির মোড়ক উন্মোচন

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি

বৈশাখী মেলায় কারুশিল্পীদের একটি স্টল পরিদর্শন করছেন বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান

৮.৮ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে 'বাংলাদেশের শীতলপাটি' এর আবেদন সম্পন্নকরণ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর নির্দেশনা অনুযায়ী 'জি আই পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩'- এর আওতায় নিবন্ধনের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক 'বাংলাদেশের শীতলপাটি' শিরোনামে একটি জার্নাল প্রস্তুতপূর্বক ডিপিডিটি বরাবর শীতলপাটির জি আই নিবন্ধনের আবেদন দাখিল করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে 'বাংলাদেশের শীতল পাটি' জার্নাল বিজি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। জার্নাল প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কোনো আপত্তি না করায় এ পণ্যের জিআই স্বত্ব পায় বিসিক। সে প্রেক্ষিতে শীতলপাটির জিআই সনদ পাওয়ার জন্য বিসিক কর্তৃক ডিপিডিটি বরাবর আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিসিক ইতঃপূর্বে ২০১৬ সালে 'জামদানি শাড়ি' এবং ২০২০ সালে 'রংপুরের শতরঞ্জি'র জি আই সনদ পায়।

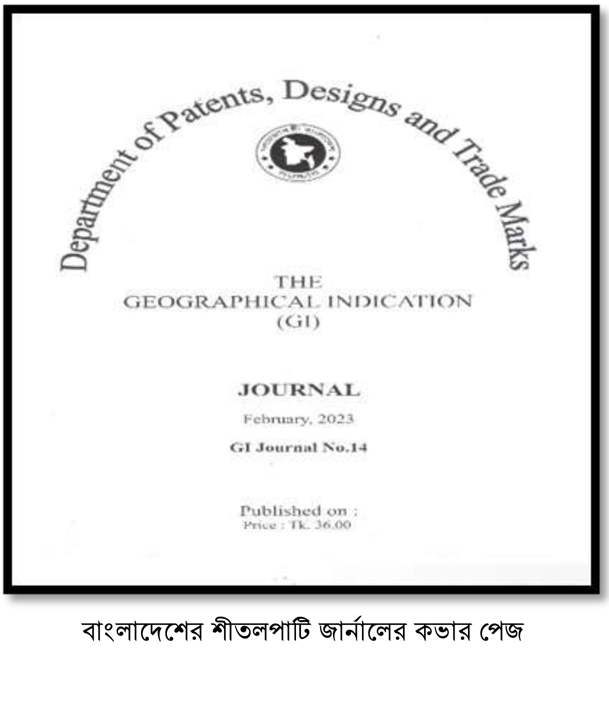

Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE
GEOGRAPHICAL INDICATION
(GI)

JOURNAL
February, 2023
GI Journal No.14

Published on :
Price : Tk. 36.00

বাংলাদেশের শীতলপাটি জার্নালের কভার পেজ

জার্নালে প্রকাশিত শীতলপাটির একটি ছবি

" স্বদেশি পণ্য
কিনে হোন ধন্য "

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

নবম অধ্যায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন

৯.১ বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা ও কার্যক্রম পরিদর্শন ও উদ্বোধনকালে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বিসিক সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রতিশ্রুতি ও ১১টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

৯.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি - ৪টি

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. টাঙ্গাইল জেলায় শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রকল্প)	৩০-০৬-২০১২	▪ বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৯.৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ এপ্রিল ২০২২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রয়কৃত অর্থ বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ ০৭.০৯.২০২২ তারিখে অপসারণ করা হয়েছে। ▪ প্রকল্পটি ৩৪৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৯.০৬.২০২৩ তারিখ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২য় সংশোধন প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের সকল পূর্ত কাজের টেন্ডার আহবানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজের টেন্ডার আহবানের জন্য ইতোমধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। ▪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৫৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৩.২৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৬৯%।
২. চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রকল্প)	১৮-০২-২০১২	▪ ‘বিসিক শিল্পনগরী, সন্দীপ, চট্টগ্রাম’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ২১-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৫-১০-২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		▪ শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত স্থানটি দুই ফসলি হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, সন্দীপ উপজেলার অন্য কোন স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুন:নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ▪ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সন্দীপ উপজেলার মগধরা মৌজায় ১০.৩৩ একর জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর ০৮-১১-২০২২ তারিখে এবং পুনরায় ২০-০২-২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। ▪ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম থেকে ইতোমধ্যে চিহ্নিত জমির আনুমানিক ব্যয় প্রাক্কলন ও জমি প্রাপ্তির প্রত্যয়ন পত্র পাওয়া গেছে। তৎপ্রেক্ষিতে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।
৪. সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	▪ প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লেভেলিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। ▪ প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৮৬%, লেক/রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৫০%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৮৫%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৭৪%, ড্রেন নির্মাণ কাজ ৩৩%, পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৯৬%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৭০%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৪২% এবং মেইন গেইট নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ ইলেকট্রিক লাইন নির্মাণ কাজ- নেসকো কর্তৃক নিযুক্ত ঠিকাদার প্রকল্পের অভ্যন্তরে ইতোমধ্যে ৮০০ টি বিদ্যুতের খুটির মধ্যে প্রায় ৪১২টি খুঁটি স্থাপন করেছে। ▪ গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য উপকরণ সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিআরএস ও হাই-প্রেসার পাইপলাইন নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র পুনঃআহবান করা হয়েছে। ▪ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর (জুন ২০২৪ পর্যন্ত) বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫২২.৭৯ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৭১.৭৯% এবং ভৌত অগ্রগতির হার ৮৪%।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫. ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন (প্রকল্প)	২৯-০৩-২০১৮	▪ ২০২১-২২ অর্থবছরে জমিগ্রহণ বাবদ ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর হস্তান্তর করা হয়। ▪ জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তাব ১৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক ৭ ধারা জারির পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। ▪ ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে অফিস ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কোটেশন পদ্ধতিতে অফিস সরঞ্জামাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৭.৪৫ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪৮%।

অফিস ভবন

রাস্তা নির্মাণ

ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ

মেইন গেইট নির্মাণ

বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পের কতিপয় স্থির চিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা - ১১টি

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	০৬-০৯-২০১৬	▪ জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত 'জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। ▪ দেশব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ অর্থনৈতিক জোন হতে প্লট কিনে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বগুড়া, নীলফামারী, যশোর, শরীয়তপুরের জাজিরা, চট্টগ্রামের মিরসরাই বেজা হতে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চাওয়া হয়েছে। ▪ যে সব এলাকায় বেজার কর্মকান্ড নেই বা বেজা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজার অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। ▪ অধিকন্তু, বিসিক শিল্পনগরী/ পার্ক স্থাপন করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেজার জায়গা না পাওয়া যাওয়ায় এই নির্দেশনাটি থেকে অব্যাহতির জন্য ০১/০৪/২০২১ তারিখে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১১-০৫-২০১৬	▪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তীকালে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জমি পাওয়া যায়নি। ▪ মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামাঝি মৌজার ৫০ একর জমির সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৫-০২-২০২৩ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ১১-০৫-২০২৩ তারিখে জেলা প্রশাসন হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ▪ প্রতিবেদনে চিহ্নিত জমিটি দুই/তিন ফসলী মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই/তিন ফসলী জমিতে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা কোনো সংস্থার জন্য অধিগ্রহণ বা ব্যবহার না করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুশাসন রয়েছে। ▪ এ পরিপ্রেক্ষিতে, জেলা প্রশাসন, টাংগাইল থেকে ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে পুনরায় ৫০.০০ একর উপযুক্ত জমি নির্বাচনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মধুপুর টাংগাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩. নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	▪ নতুনভাবে স্থাপিত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহের লে-আউট প্ল্যানে সিইটিপি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গা সংস্থান রাখা হয়। ▪ তাছাড়া নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোক্তাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদেরকে অবহিত করা হয়েছে। ▪ বিসিকের ৮২টি শিল্পনগরীতে স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ১৯১টি, ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে ১৫৫টি, চালু আছে ১৪৭টি, বন্ধ আছে ০৮টি এবং ইটিপি নির্মাণাধীন ৭টি। ▪ অবশিষ্ট ২৯টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়কে বন্ধ ইটিপি চালু, ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও নির্মাণাধীন ইটিপির নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ▪ মালিকানা হস্তান্তর এবং নতুন শিল্প প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে স্থাপিত কারখানাগুলো ইটিপি স্থাপনযোগ্য হলে নিজ উদ্যোগ ও খরচে ইটিপি স্থাপনের শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়। ▪ যেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেনি এবং যেসকল শিল্প ইটিপি বন্ধ রেখে পরিবেশ দূষণ করছে সেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪. নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	▪ ২০৪১ সালের মধ্যে ১০০টি শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ▪ ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ১১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ▪ উল্লেখ্য, ১টি প্রকল্প (বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ▪ এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত যেমন ট্যানারি, হালকা প্রকৌশল, কৃষিজাত পণ্য, অ্যাপারেল/গার্মেন্টস-এর জন্য পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্কসহ উপজেলা পর্যায়ে বিসিক কার্যালয় স্থাপনের প্রকল্প মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৫. বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	▪ বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নিয়ে যারা শিল্প স্থাপন করছেন না জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে তাদের প্লট বাতিল করে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। ▪ ১০০৩ টি খালি শিল্প প্লট বরাদ্দের জন্য গত ০৬-০৩-২০২৩ খ্রি. তারিখ জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর পত্রিকায় এবং Dhaka Tribune এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ▪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৬৭টি শিল্পপ্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ▪ সরকার হতে রাজস্ব খাতে যে বরাদ্দ প্রদান করা হয় তার মাধ্যমে শিল্পনগরীর রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
৬. শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	▪ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিসিক প্রধান কার্যালয়সহ দেশে ৫৮টি ও দেশের বাইরে ১৩টিসহ মোট ৭১টি মেলায় বিসিকের উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেছে। ▪ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিসিকের উদ্যোগে ৩২টি মেলা আয়োজন করা হয়েছে। ▪ বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' (https://bscicemarket.gov.bd/) তৈরি করা হয়েছে এবং একশপ, এটুআই এর উদ্যোগে প্ল্যাটফর্মটি পরিচালিত হচ্ছে।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৭. শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	০৬-০৯-২০১৬	▪ বিসিকে মোট শূন্য পদ ৯৫৮টি। এর মধ্যে প্রকৃত পূরণযোগ্য শূন্যপদ ৮০১টি (৫৮৭টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ও ২১৪টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য) ▪ অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ১৫৭টি (১০% সংরক্ষণ হিসেবে ৯৬টি ও অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৬১টি) ▪ বিসিক কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৩ জনকে নিয়োগ ও ৬২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ▪ গত ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখ বিসিক কর্তৃক প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৬ষ্ঠ-১০ম গ্রেডের ৯ ক্যাটাগরির ৯৩টি শূন্যপদের নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ২৬.০৫.২০২৩ তারিখ গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং ১১-২০তম ৮ ক্যাটাগরির ৫৮টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে শীঘ্রই নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে।
১০. "রুগ্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।"	২২-০৫-২০১৮	▪ বিসিকের বাস্তবায়িত ৮২টি শিল্পনগরীতে মোট ১২,৩১৩টি শিল্পপ্লট রয়েছে। তার মধ্যে ১০,৯৯২টি শিল্পপ্লট ৫৯৮৪টি শিল্প কারখানার অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩২টি কারখানা মালিকানা দ্বন্দ্ব, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা, আর্থিক সংকট, মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/রুগ্ণ অবস্থায় আছে। ▪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২৯টি রুগ্ণ/বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে । ▪ রুগ্ণ/বন্ধ শিল্প ইউনিট চালু করণের জন্য বিসিক হতে নিয়মিত তাগাদা দেয়া হচ্ছে। জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বিষয়/কার্যক্রম	সিদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১১. রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন	০৭-১১-২০১৭	▪ **‘বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী’** শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গত ১৮-১০-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা, পানির উৎস, শিল্পনগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশসম্মতভাবে ডিসচার্জ করার পর্যাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়াদি যাচাইকরণের নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ▪ কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী-নওগাঁ/রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। ▪ প্রকল্প এলাকার লে-আউট ডিজাইন, ড্রইং এবং পূর্তকাজের প্রাক্কলনের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান। ▪ **‘বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম’** শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের জন্য মিরসরাই বেজা হতে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় বেজা থেকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। ▪ এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে অনাপত্তিপত্র পাওয়া গেছে। ▪ বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬-০৭-২০২১ তারিখে মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর ৩১-০৭-২০২১ ও ২৫-০৭-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়/কার্যক্রম	সিদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১২. সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	০৬-১১-২০১৮	▪ ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপিতে চামড়া শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে। ▪ জমি প্রাপ্তির অনাপত্তি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ০২-০৯-২০২১, ১১-০৫-২০২২ এবং ১১-১২-২০২২ তারিখে ৩ টি পত্র প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি), কেরানিগঞ্জের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ▪ প্রকল্পের উপর ০৭-০৪-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার কার্যবিবরণীর ৬.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি কারিগরী সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। ▪ নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব ৩০-১০-২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের আলোকে নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ০৯-০৫-২০২৩ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । ▪ ১৪-০৬-২০২৩ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ▪ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।
১৩. চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।	০৬-১১-২০১৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাটির বাস্তবায়নকারী উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়। পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয় হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

দশম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক

২০১৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নের কাজ করবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনে রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৬ সাল হতে বিসিক সরকার কর্তৃক বন্টনকৃত কার্যক্রম অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে বিসিকের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো।

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	**কর্মসূচিসমূহ**	**ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার**
লীড হিসেবে	৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা।	১. অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (জানুয়ারি ২০০৮-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৩. রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৪. বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৫)	৬৮.২২%
		৫. নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৬. বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩)	৬৮.৬০%
		৭. মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচিসমূহ	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার
		৮. বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২)	৫৫.৪৮%
		৯. বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২৩)	৭২.৬৯%
		১০. বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১১. জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১২. বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৩. বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৪. বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৫. ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৬. গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৭. বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)	প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে।
		১৮. বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প নগরী, ঠাকুরগাঁও (জুলাই ২০২১- জুন ২০২৪)	৪৮.২০%
	৯.৩ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীকার করা।	বিনিত ঋণ কর্মসূচি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে- লক্ষ্যমাত্রা : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত : ১৭৮৬.৯৫ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য : ১৮৫৯.৯৯ লক্ষ টাকা আদায়কৃত : ১৫৭১.০১ লক্ষ টাকা আদায়ের হার : ৮৪%

<table>
<tr><th></th><th>এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা</th><th>কর্মসূচিসমূহ</th><th>ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতির হার</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5">৯.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশেষ সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারা প্রসারণ ঘটতে পারে।</td><td>১. চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা
(জানুয়ারি ২০০৩-জুন ২০২১)</td><td>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>২. বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ
(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)</td><td>৫৩.৭২%</td></tr>
<tr><td>৩.বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী
(জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)</td><td>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৪. বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী
(জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)</td><td>৫১.২৪%</td></tr>
<tr><td>৫. বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী
(জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৪)</td><td>৩৪.৮৬%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">কো-লীড হিসেবে</td><td rowspan="4">৮.২ উচ্চ মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপ্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।</td><td>১. বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)</td><td>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>২. শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায়
(জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)</td><td>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৩. বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ
(জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৪)</td><td>৪৭.৮০%</td></tr>
<tr><td>৪. তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ
(জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২০)</td><td>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">এসোসিয়েট হিসেবে</td><td>১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যে কোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।</td><td>১. Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM)
(জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)</td><td>৭৪%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি খর্বকায় বিকাশরুদ্ধ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তনদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান।</td><td>১. আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন</td><td>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>২. সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ-৩য় পর্যায়
(জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮)</td><td>প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।</td></tr>
</table>

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

একাদশ অধ্যায়

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৭-০৩-২০১৯ তারিখে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিসিকের কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.৮ সামষ্টিক অর্থনীতি : উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৩৬)	৬৪ জেলায় বিসিক এর ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ	বর্তমানে ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি চালু আছে।	বিসিকের ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭.৮৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।
৩.১১ : তরুণ যুব সমাজ : তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৪৪)	তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন	তরুণ উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যা লাঘব ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রণয়নের করা হলে বিসিক হতে সার্বিক তথ্য সরবরাহ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মুন্সীগঞ্জ	বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিসিক প্লাষ্টিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২	বিসিক প্লাষ্টিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পটি ৪২৮.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জুন ২০২১ পর্যন্ত ২১৮.১৬৬১ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে। গত ০৯-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৯-০১-২০২৩ তারিখ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২৪-০১-২০২৩ তারিখ ভূমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			প্রত্যয়নপত্রসহ অন্যান্য নির্দেশনাসমেত আরডিপিপি বিসিকে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ হতে ভূমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও এখনো তা পাওয়া যায় নি। গত ২১-০৫-২০২৩ তারিখে মোট ৫১১.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ৩য় সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ‘সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা’ জুন ২০২২ অনুচ্ছেদ ৪.২.৪ অনুসরণে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩ মাস পূর্বে প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি বিধায় বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী ৩য় সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয় মর্মে গত ৩০-০৫-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জানানো হয়। গত ২১-০৬-২০২৩ তারিখ প্রকল্প সংশোধনে বিলম্বের কারণসহ প্রকল্পটির অনুমোদন প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা (পৃষ্ঠা- ৫৯)	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্প, মুন্সীগঞ্জ	বাস্তবায়নাধীন বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ বরাবর ৩০-১০-২০২২ তারিখ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ০১-০১-২০২৩ তারিখ জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির (ডিএলএসি) সভায় প্রকল্পের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারসুর মৌজায় ১০০ একর জমির অধিগ্রহণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গত ০৮-০২-২০২৩ তারিখে ৪ ধারা নোটিশ জারী করা হয় এবং গত ১৫-০২-২০২৩ তারিখে যৌথ তদন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০০ একর জমির মধ্যে কিছু কিছু জমির মালিক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ বরাবর লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। গত ০৯ ও ১২ এপ্রিল ২০২৩ আপত্তির উপর শুনানী হয়েছে। জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত জেলা কৃষি অফিস, মুন্সীগঞ্জ বরাবর আপত্তির উপর পুনরায় মতামতের জন্য ০৭-০৬-২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করেছেন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	বিসিক কেমিক্যাল পল্লী প্রকল্প, মুন্সীগঞ্জ	বাস্তবায়নাধীন 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সীগঞ্জ' প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১৪৫৪৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৮.৩৩ একর জমিতে 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সীগঞ্জ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব ২২-১০-২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন হয়। জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক প্রকল্পের জমির দখল ১২-১১-২০২০ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ইলেকট্রিক লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত)	চলমান অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পটির কাজ জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ চেয়ারম্যান, বিসিক এর সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিবেন।	প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ	চলমান বিসিক শিল্পপার্ক সিরাজগঞ্জের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। **প্রকল্পের মেয়াদ :** জুলাই ২০১০-জুন ২০২৩ (জুন ২০২৪ মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)।	প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে (লেভেলিং এর কাজ চলমান)। প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল ও বাউন্ডারি ওয়ালের অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ ৮৬%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৫০%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৮২%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৭৪%, ড্রেন নির্মাণ কাজ ৩৩%, পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৯৬%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৭০%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৪২% এবং প্রকল্পের মেইন গেইট নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ইলেকট্রিক লাইন নির্মাণ কাজ- নেসকো কর্তৃক নিযুক্ত ঠিকাদার প্রকল্পের অভ্যন্তরে ইতোমধ্যে ৮০০ টি বিদ্যুতের খুটির মধ্যে প্রায় ৪১২টি খুঁটি স্থাপন করেছে। গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য উপকরণ সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিআরএস ও হাই-প্রেসার পাইপলাইন নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র পুনঃআহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর (জুলাই ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৭১৯.২১ কোটি টাকা। শুরু প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫২২.৭৯ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৭২.৬৯% এবং ভৌত অগ্রগতির হার ৮৪%।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা	বিসিক শিল্পনগরী বরগুনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব	বিসিক শিল্পনগরী ভৈরব এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	ঝালকাঠি বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	-	প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	Poverty Reduction Through Integrated & Sustainable Markerts (PRISM)	প্রিজম প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় প্রকল্পটি সমাপ্তির সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্প সম্পর্কে একটি কম্প্রিহেন্সিভ প্রতিবেদন ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩.১৬ শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই সম্প্রসারণ	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৯.৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ এপ্রিল ২০২২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রয়কৃত অর্থ বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ ০৭.০৯.২০২২ তারিখে অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩৪৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৯.০৬.২০২৩ তারিখ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২য় সংশোধন প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের সকল পূর্ত কাজের টেন্ডার আহবানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজের টেন্ডার আহবানের জন্য ইতোমধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৫৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৩.২৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৬৯%।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	নরসিংদী শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	নরসিংদী শিল্পনগরী সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২২-এ সমাপ্ত হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ের মাটি ভরাট কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট মাটি ভরাট কাজ ৯৬% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অফিস ভবন রিটেইনিং/প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ কাজ ১০০%, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৯০%, রাস্তা ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। গ্যাস লাইন ও অন্যান্য (ডিপোজিট ওয়ার্ক) ও বিদ্যুতায়ন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অন্যান্য পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৯৩.৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৬৪.২৫ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার : ৬৮.৬০ % ও ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতির হার : ৮০%।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিসিক শিল্পপার্ক প্রকল্প, বগুড়া	উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিসিক শিল্পপার্ক বগুড়া স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে ৫০ একর জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষ নতুন করে ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রকল্প বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ১৮-০২-২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় প্রকল্প স্থান পরিবর্তন করে বেজা হতে জমি বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। বেজা বরাবর ২০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে ২৬-০৮-২০১৯ তারিখে বেজা হতে জানানো হয় যে, ‘বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমির পরিমাণ ২৫১.৪৩ একর যার মধ্যে বিসিকের চাহিদা ২০০ একর (৮০%)। এ ক্ষেত্রে বিসিক পৃথক এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে’। বেজার পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে তিনটি স্থান পরিদর্শন করা হয় এবং বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার মোকামতলা ইউনিয়নের ৫০০ একর জমি শিল্প পার্ক স্থাপনে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু জমি অধিগ্রহণে জটিলতা থাকায় উক্ত স্থানে প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৯-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রস্তাবিত ‘বিসিক শিল্প পার্ক, বগুড়া’ শীর্ষক প্রকল্প স্থানটিতে ‘বিসিক উত্তরাঞ্চল কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পার্ক, বগুড়া’ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়”। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯২.৪৬ একর জমিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৩-১০-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২৫-১১-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২য় যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২২-০৬-২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ০৫-০৭-২০২২ তারিখে একটি সভা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তানুসারে পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০২২ অনুযায়ী পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলন ও লে-আউট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে ব্যয় প্রাক্কলন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে অর্থায়নের ধরন নির্ধারণের জন্য ১৮-০৫-২০২৩ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, ঠাকুরগাঁও	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৮.৬১ কোটি টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪	ঠাকুরগাও জেলায় “বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাও” শীর্ষক প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাও বরাবর হস্তান্তর করা হয়। জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তাব ১৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে জানা যায়, জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন ভূমি মন্ত্রণালয় হতে স্বাক্ষরিত হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে অফিস ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কোটেশন পদ্ধতিতে অফিস সরঞ্জামাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮.৬১ কোটি টাকা। শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৭.৪৫ **কোটি** টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪৮.১২%।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	বিসিক আনারস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে।	গত ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তানুসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোক্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জায়গা মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তিতে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামাঝি মৌজার ১০০ (একশত) একর জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি বরাদ্দের সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৫-৬-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১১-০৫-২০২৩ তারিখে জেলা প্রশাসন হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে চিহ্নিত জমিটি দুই/তিন ফসলি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। দুই/তিন ফসলি জমিতে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা কোন সংস্থার জন্য অধিগ্রহণ বা ব্যবহার না করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুশাসন রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন করে জমি নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	রংপুর কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, রংপুর	এই প্রকল্পটির স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে কমিটি করা হয়েছে।	স্থান চিহ্নিতকরণ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি 'বিসিক শিল্প পার্ক, রংপুর' স্থাপনের নিমিত্ত স্থান পরিদর্শন করেছেন। গত ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসকের সম্মতিপত্র ও সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন পাওয়ার পর ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	জয়পুরহাট কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, জয়পুরহাট	এই প্রকল্পটির স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে কমিটি করা হয়েছে।	স্থান চিহ্নিতকরণ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। জমি চিহ্নিত করে জেলা প্রশাসন থেকে জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্র সংগ্রহ এবং পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিসিক শিল্পনগরী-২	এই প্রকল্পটির স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে কমিটি করা হয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিসিক শিল্পনগরী-২' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। গত ২৩-০৫-২০২২ তারিখে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্বাচন করার জন্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মহোদয়কে আহ্বায়ক করে ০৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, ভাংগা, ফরিদপুর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, ভাংগা, ফরিদপুর স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ।	"বিসিক নগরকান্দা শিল্পপার্ক, ফরিদপুর" শীর্ষক প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর হতে ৫০০ একর জমির সম্মতিপত্র পাওয়া যায়। পরিকল্পনা শাখা থেকে ০৯-০১-২০২৩ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে বিসিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে ৫০০ একরের পরিবর্তে ৫০ একর জায়গা নিয়ে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ১২-০২-২০২৩ তারিখে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় লবণ শিল্প উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গবেষণা ইন্সটিটিউট ও শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প	কক্সবাজার উপকুলীয় এলাকায় লবণ শিল্প উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গবেষণা ইন্সটিটিউট ও শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিপিপি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	বঙ্গবন্ধু লবণ গবেষণা ইনস্টিটিউট শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩০-০৫-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	ঢাকা বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প কেরাণীগঞ্জ-২	বেজা হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	০১) ১১-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ক) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে গত ০৬-০৩-২০১৭ তারিখে জারিকৃত 'প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' এর আলোকে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট তহবিল থেকে বরাদ্দ নিয়ে প্রস্তাবিত কেরানীগঞ্জ-২ শিল্পনগরীর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			খ) ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পর বিসিক কেরানীগঞ্জ-২ শিল্পনগরীর প্রকল্প প্রস্তাব পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। ০২) কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় বেজার আওতাধীন ৪০.০০ (চল্লিশ) একর জায়গা বিসিকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পনগরী সন্দ্বীপ প্রকল্প, চট্টগ্রাম	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুসাপুর ইউনিয়নে ১০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।	বিসিক শিল্পনগরী, সন্দ্বীপ প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর ২১-০৩-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৫-১০-২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত স্থানটি দুই ফসলি হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, সন্দ্বীপ উপজেলার অন্য কোন স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনঃনির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মগধরা মৌজায় ১০.৩৩ একর জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানের লক্ষ্যে ০৮-১১-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ২০-০২-২০২৩ তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম থেকে ইতোমধ্যে চিহ্নিত জমির আনুমানিক ব্যয় প্রাক্কলন ও জমি প্রাপ্তির প্রত্যয়ন পত্র পাওয়া গেছে। তৎপ্রেক্ষিতে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, পিরোজপুর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, পিরোজপুর স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে দ্রুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	পিরোজপুর জেলা সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০৯.৭৩ একর জমিতে “বিসিক শিল্পপার্ক, পিরোজপুর” স্থাপনে জমির সম্মতিপত্র পাওয়া যায়। PWD Schedule of Rates-2022 অনুযায়ী নতুন করে ড্রয়িং, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন করে ডিপিপি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মাগুরা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।	জমি বরাদ্দের জন্য ২৩-০৩-২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে ১৯৩.৬ একর জমির প্রাপ্যতা বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সম্মতিপত্র পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২০-০৬-২০২৩ তারিখ প্রকল্পের পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এবং হালকা প্রকৌশল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, যশোর স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে দ্রুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	“বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর” শিরোনামে ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩০-০৫-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২০-০৬-২০২৩ তারিখ প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পপার্ক প্রকল্প, গাজীপুর	জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।	গাজীপুর জেলার সদর উপজেলায় ১০ একর জমি চেয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উদ্যোক্তাদের চাহিদা এবং অধিগ্রহণযোগ্য অফসলি/একফসলি জমি প্রাপ্তির ভিত্তিতে ভিত্তিতে গাজীপুর জেলায় শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক অটোমোবাইল শিল্পনগরী প্রকল্প, চট্টগ্রাম	বিসিক অটোমোবাইল শিল্পনগরী প্রকল্প, চট্টগ্রাম শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	"বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্ত বেজা হতে জমি অধিগ্রহনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা কর্তৃপক্ষ অবহিত করে যে, বেজা থেকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনে বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিসিক মহোদয় ১৬-০৭-২০২১ তারিখে মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর ৩১-০৭-২০২১ ও ২৫-০৭-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৪-২০২৩ তারিখ ১০০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের ব্যয় প্রাক্কলনসহ সম্মতিপত্র প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবিরত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পগরী ঝিনাইদহ-২ প্রকল্প	দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	জমির মৌজা রেট ও শিল্পনগরী স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ হতে বিদ্যুৎ এর সম্মতিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। বিসিকের পুরকৌশল বিভাগ কর্তৃক ড্রয়িং, ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলনের কাজ চলমান।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পগরী প্রকল্প, নড়াইল	ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, নড়াইল শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২০-০৬-২০২৩ তারিখ প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। সুন্দরবন গ্যাস কম্পানি লিঃ হতে গ্যাসের প্রাক্কলন পাওয়া গেছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা-৬০)	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী (২য় ফেজ), ঢাকা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপিতে চামড়া শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে। জমি প্রাপ্তির অনাপত্তি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ০২-০৯-২০২১, ১১-০৫-২০২২ এবং ১১-১২-২০২২ তারিখে ৩টি পত্র প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি), কেরানিগঞ্জের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। প্রকল্পের উপর ০৭-০৪-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার কার্যবিবরণীর ৬.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি কারিগরী সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব ৩০-১০-২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের আলোকে নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ০৯-০৫-২০২৩ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪-০৬-২০২৩ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	সর্বজনিন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (৪র্থ পর্যায়)	দ্রুত ডিপিপি পুন:গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	গত ২৮-০১-২০২১ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিআইডিডি প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম 'লবণ সেল' গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন	বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন কার্যক্রম: ১। বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন ২। বিনিয়োগ তফসিল বিষয়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন ৩। জেলা ভিত্তিক শিল্পের খাত ও উপখাত অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ৪। খসড়া বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন	বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন বিষয়ে বিসিক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় এবং খসড়া বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন করা হয়।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম সমূহ: ১। উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে লবণ চাষীদের প্রশিক্ষণ ২। ভূ-গর্ভস্থ্য পানি ব্যবহার করে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি ৩। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে লবণ উৎপাদনের জন্য ঋণ কার্যক্রম চালুকরণ ৪। উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তিতে লবণ উৎপাদনের জন্য পাইলটিং ৫। বিভিন্ন লবণ উৎপাদন এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রদর্শনী	উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিসিক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে লবণ উৎপাদন হয় ২২.৩৩ লক্ষ মে.টন, যা ৬২ বছরের মধ্যে সবোর্চ্চ উৎপাদন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩.২৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা **সূত্র:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৮০)	পরিবেশ সুরক্ষা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য ৪ আঞ্চলিক পরিচালককে পুনরায় পত্র দিতে হবে।	বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প ইউনিট ১৯১টি। এর মধ্যে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৫৫টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত ইটিপিগুলোর মধ্যে ১৪৭টি চালু, ৮টি বন্ধ রয়েছে এবং ৭টি নির্মাণাধীন। অবশিষ্ট ২৯টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তাগাদা দেয়া হচ্ছে। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেনি এবং যে সকল শিল্প ইটিপি বন্ধ রেখে পরিবেশ দূষণ করছে সেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের জুলাই মাস হতে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিসিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রথমবারের মতো সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী বিসিকে কর্মরত জাতীয় শুদ্ধাচার চর্চা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২৩’প্রাপ্ত ৪জন হলেন জনাব সরোয়ার হোসেন, লবণ সেল প্রধান, বিসিক, ঢাকা; জনাব শফিকুল ইসলাম, সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কর্মীব্যবস্থাপনা শাখা, বিসিক, ঢাকা; জনাব মোঃ এলেম হোসেন, অফিস সহায়ক, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিসিক, ঢাকা; এবং জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ, উপব্যবস্থাপক, বিসিক জেলা কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ। মনোনীত প্রত্যেককে একটি ক্রেস্ট, একটি সনদপত্র ও ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSCIC

কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

BSCIC

ত্রয়োদশ অধ্যায়
কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ

১৩.১ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য

জিআই হলো ভৌগোলিক নির্দেশক চিহ্ন যা কোনো পণ্যের একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থলের কারণে এর খ্যাতি বা গুণাবলি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত জিআইতে উৎপত্তিস্থলের নাম (শহর, অঞ্চল বা দেশ) অন্তর্ভুক্ত থাকে। জিআই (GI)-এর পূর্ণরূপ হলো (Geographical Indication) ভৌগোলিক নির্দেশক। WIPO (World Intellectual Property Organization) হলো জিআই পণ্যের স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) কর্তৃক জিআই পণ্য নিবন্ধনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কোনো একটি দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে সেটিকে ঐ দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই পণ্য শুধু ঐ এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে, ঐ অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায়। যেমন : ঢাকাই জামদানি এক সময় শুধু ঢাকার কারিগররাই উৎপাদন করতে পারতেন। আর ঢাকার আবহাওয়াও এ জামদানি তৈরির জন্য উপযোগী ছিল। ফলে যুগের পর যুগ তারা এ জামদানি তৈরি করে এসেছে যা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জিআই পণ্য হিসেবে ২০১৬ সালে স্বীকৃতি পেয়েছিল জামদানি। এরপর ২০১৭ সালে ইলিশ, ২০১৯ সালে খিরসাপাতি আম, ২০২০ সালে ঢাকাই মসলিন এবং ২০২১ সালে রাজশাহী সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, কালিজিরা চাল, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল এবং নেত্রকোনার সাদামাটি মোট ৫টি পণ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২২ সালে নতুন নিবন্ধিত জিআই পণ্য হলো বাগদা চিংড়ি ও বাংলাদেশের ফজলি আম যা বাংলাদেশের দশম ও এগারতম পণ্য হিসেবে জিআই সনদ লাভ করে। বাংলাদেশের জিআই পণ্যের নিবন্ধন ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ‘ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্য হিসেবে জামদানি ২০১৬ সালে নিবন্ধন সনদ লাভ করে। ফলে এ পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানাস্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য রংপুরের ‘শতরঞ্জি’ বাংলাদেশের সপ্তম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্য হিসেবে ২০২১ সালে নিবন্ধন সনদ লাভ করে। এতে এ সকল পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানাস্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বে ভবিষ্যতে শতরঞ্জির একচেটিয়া বাজার তৈরি হবে। এছাড়াও গত ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের ‘শীতলপাটি’-কে ১২তম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে নিবন্ধনের সনদ লাভ করে বিসিক। দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প শীতলপাটির উদ্যোক্তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সহযোগিতা করে আসছিল বিসিক।

১৩.২ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২২-২৩	ভুগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে লবণের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি’	সরকারি উদ্যোগে ১৯৬১ সাল থেকে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় এবং অদ্যাবধি বিসিক সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং, লবণের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিসিক ২০০০ সাল হতে লবণ চাষীদের মাঝে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে পলিথিন পদ্ধতির মাধ্যমে লবণ চাষ করার প্রচলন করেছে। কিন্তু বর্তমানে ডিপ টিউবওয়েল/স্যালো মেশিনের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত ভূগর্ভস্থ পানি	এই কৌশল প্রয়োগ করে দেখা যায় খালের পানি ব্যবহার একর প্রতি ৭৫০ হতে ৯০০ মণ লবণ উৎপাদন হয়, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার একর প্রতি ১০০০ হতে ১২০০ মন লবণ উৎপাদন

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
		ব্যবহার করে বেশি লবণ উৎপাদন করা সম্ভব। তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় মৌসুমের শুরুতে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে খালের পানির লবণের ঘনত্ব ২-২.৫ বুম বা ২০-২৫ পিপিটি যেখানে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণের ঘনত্ব ৫-৬ বুম বা ৫০-৬০পিপিটি। খালের পানির লবণের ঘনত্ব ভূগর্ভস্থ পানির লবণের ঘনত্বের চেয়ে কম হওয়ায় লবণ উৎপাদনে সময় বেশি প্রয়োজন হয়। খালের পানির ক্ষেত্রে বৃষ্টির পর মাঠ প্রস্তুত করতে লবণাক্ততা ফিরে না আসা পযর্ন্ত কমপক্ষে ৩/৪ দিন অপেক্ষা করতে হয়, যেখানে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সাথে সাথেই লবণ উৎপাদন করা যায় , বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। সুতরাং এ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে অধিক লবণ উৎপাদন করা সম্ভব।	করা যায়। খালের পানি ব্যবহারের তুলনায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে একর প্রতি ৩৩.৩৩% বেশি লবণ উৎপাদন হয়।

১৩.৩ বিসিকের ইনোভেশন ও সুশাসন বিষয়ক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের জন্য অনলাইন ভিত্তিক ডেটাবেইজ কার্যক্রম (জিআইএস) চলমান;
- ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান;
- ডি-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান;
- সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ কার্যক্রম (ই-সার্ভিস) চলমান;
- ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা (ওজিডি) ওয়েবসাইটে প্রদান কার্যক্রম চলমান;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারাবলে তথ্য সরবরাহ কার্যক্রম চলমান;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান;
- বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম চলমান;
- বিসিক অনলাইন মার্কেট কার্যক্রম চলমান ও
- পণ্য ডিসপ্লে অ্যান্ড সেলস সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

১৩.৪ গবেষণা কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিসিক কর্তৃক ২টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়। এর মধ্যে একটি বিসিক প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা শাখা কর্তৃক এবং অন্যটি ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর গবেষণা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

০১. গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক, ঢাকা কর্তৃক "জাতীয় সম্পদ চামড়া শিল্প রক্ষার্থে কমপ্লায়েন্স অর্জনে করণীয়" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়। গবেষণাকর্মটি বিসিকের নিজস্ব অর্থায়নে চামড়া শিল্পের কমপ্লায়েন্স অর্জনে করণীয় চিহ্নিত করতে পরিচালিত হয়, যার পরিচালন ব্যয় ৭,৪১,৯৪০/- (সাত লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয় শত চল্লিশ) টাকা মাত্র। বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভারের উৎপাদনরত ১০৯ টি ট্যানারিকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষণা সম্পাদনের জন্য প্রণীত ১ সেট প্রশ্নপত্রের আলোকে মাঠ পর্যায় থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত ডেটা এন্ট্রি, কম্পাইলেশন, এনালাইসিস এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক, ঢাকা কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। ইতোমধ্যে গবেষণাকর্মটির খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বিসিক ওয়েবসাইটের প্রকাশনা সংক্রান্ত সেবা বক্সের গবেষণা প্রতিবেদন অংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

০২. বিসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক "Industry 4.0 to Implement Vision 2041 of Bangladesh: Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation's Role to Generate Employment and Reducing Poverty through Industrialization" (রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিসিকের উদ্যোগ) শীর্ষক একটি গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি গত ২৫/০৬/২০২৩ তারিখে বিসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১৩.৫ বিভিন্ন তহবিল হতে অনুদান প্রদান

বিসিকের "আর্থিক বিশেষ অনুদান তহবিল" এর ১২/১২/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় মঞ্জুরি কমিটির সুপারিশ, চেয়ারম্যান, বিসিকের অনুমোদনে চিকিৎসা খাতে ৭৫ (পঁচাত্তর) জন এবং মেয়ের বিবাহ খাতে ০৮ (আট) জন সর্বমোট = ৮৩ (তিরাশি) জনকে অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিকিৎসাখাতে ৭৫ (পঁচাত্তর) জনের মধ্যে ১৫ (পনের) জনকে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা করে (২০,০০০.০০ X ১৫) = ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা, ৩৯ (উনচল্লিশ) জনকে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা করে (১০,০০০.০০ X ৩১) = ৩,৯০,০০০.০০ (তিন লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা, ২১ (একুশ) জনকে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে (৫,০০০.০০ × ২১) = ১,০৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা এবং মেয়ের বিবাহের ০৮ (আট) জন প্রত্যেককে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা করে (১০,০০০.০০ X ০৮) = ৮০,০০০.০০ (আশি হাজার) টাকাসহ সর্বমোট = ৮,৭৫,০০০.০০ (আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা কমিটির সুপারিশ এবং চেয়ারম্যান, বিসিকের অনুমোদনক্রমে "আর্থিক বিশেষ অনুদান" মঞ্জুর করা হয়।

১৩.৬ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিসিকের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- বিসিক কর্তৃক ৫৪২৯ জনকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৪৪৯৭ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিসিক কর্তৃক ১০৯৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীতে দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ৫২২৭ টি শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে;
- ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান এবং ৬২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান;
- বিসিকের উদ্যোগে ৩২টি মেলা আয়োজন করা হয় এবং দেশে ৫৮টি ও দেশের বাইরে ১৩টিসহ মোট ৭১টি মেলায় বিসিকের উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন।
- ২২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন হয়েছে যা গত ৬২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ;
- বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ৭৩২৮.৪৯৬ মেট্রিক টন মধু উৎপাদন;
- ৬৫৫২৭ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তাকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই ২০ (বিশ) হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪০৫৩৩টি ইউনিটের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক মোট ৫০৩৪.১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট প্যাকেজের ২৫.৩৯%;
- কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিসিকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচির আওতায় বিসিক কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ৪৬২২জন উদ্যোক্তাদের মাঝে ৮২.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮২১জন উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ১৭.৮৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
BSCIC

বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

চতুর্দশ অধ্যায়

বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

১৪.১ পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা

১. ভূমিকা :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নবদিগন্তে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ৫২ বছরের পথচলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। একাত্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিসমাটিক নেতৃত্বে যেমন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছিল, ঠিক তেমনি তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অচিন্তনীয় মেধা, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃপ্ত শপথে অসম্ভব ও দুরূহ কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের সকল মানদণ্ডে উন্নীত হয়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যে অর্থনৈতিক উন্নতি ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে, তার সুফল আরও অধিক মাত্রায় জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে এবং রূপকল্প-২০৪১ সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যিকারের সুখী-সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও আত্মপ্রত্যয়ের ফসল পদ্মাসেতু আজ পদ্মার বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ জুন ২০২২ পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন এবং যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

পদ্মাসেতুর সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বাঁধা দূর হয়েছে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সাথে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সমগ্র দেশের জন্য উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনার নতুন দ্বার। একটি সমন্বিত ও একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে যা দেশের জিডিপি আনুমানিক ১.২% বৃদ্ধি করবে। প্রতি বছর দারিদ্র্য হ্রাস পাবে ০.৮৪% হারে। অন্যদিকে পদ্মা সেতুতে রেল চলাচল শুরু হলে জিডিপি আনুমানিক আরও ১.০% বৃদ্ধি করবে। অধিকন্তু আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (বিবিআইএন) মোটরযান চুক্তির বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এ সেতুর ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মংলা ও পায়রা বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, পদ্মা সেতুর দুই ধারে রেল সংযোগ, ট্রান্সএশিয়ান হাইওয়ে ও রেলওয়ে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে পদ্মা সেতু।

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দেশের ২৯% এলাকা জুড়ে ৫ কোটি জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এ সেতু নির্মাণে নদীশাসনের ফলে ১৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ৯ হাজার হেক্টর জমি নদীভাঙন থেকে সুরক্ষা পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণায় উঠে এসেছে পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে আনুমানিক পাঁচ কোটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকরা উৎপাদিত পচনশীল পণ্য সহজে ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণ করতে পারছেন। বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে; গড়ে উঠছে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা।

সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ ৮ হাজার অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৪১.৮৬% এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ৩০.২৩%।

অধিকন্তু এসডিজি অর্জন ও রূপকল্প ২০৪১ (কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা) বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো টেকসই উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য অবলুপ্ত করা। ক্রমবর্ধনশীল শ্রমশক্তির জন্য কর্মসংস্থান সৃজন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকারি-বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধিরই প্রয়োজন রয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের ফলে বর্তমানে শিল্পোদ্যোক্তারা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিনিয়োগে আগ্রহী। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প কারখানা স্থাপনে পরিকল্পিত জায়গার যোগান দেয়া সম্ভব না হলে যত্রতত্রভাবে শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে, পরিবেশ বিনষ্ট হবে। এ বাস্তবতায় এবং সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহযোগিতায় বিসিক পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণে পরিকল্পিত শিল্পপার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে) প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন অ্যাক্ট' উপস্থাপন করেন, যার মাধ্যমে 'ইপসিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) নামে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিকের মাধ্যমেই মূলত দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পরিকল্পিত শিল্পনগরী স্থাপন করে বিসিক দেশে অনুকরণযোগ্য শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা দেশে ২২৪৪.৪ একর জায়গায় বিসিকের ৮০টি শিল্পনগরী রয়েছে। এ সকল শিল্পনগরীতে মোট ৬৩ হাজার ৩১৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে এবং সরকারকে ১৩ হাজার ৩৭০ কোটি টাকার ভ্যাট-ট্যাক্স বাবদ প্রদান করা হয়। বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বস্ত্র, ঔষধ, ইলেক্ট্রনিক্স ও হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, মোটর গাড়ি সংযোজন, বাইসাইকেল সংযোজন, অটোমোবাইল, চামড়া ও পাদুকা, খাদ্য ও বেকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিসিকের সহায়তা গ্রহণ করে যেসকল প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প খাতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে তার মধ্যে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, ওয়ান ফার্মা, জেনিথ ফার্মা, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রাণ-আরএফএল, বিআরবি ক্যাবলস, হ্যামকো ব্যাটারিজ, ফকির অ্যাপারেলস, ওয়েল গ্রুপ, ন্যাশনাল ফ্যান ইন্ডাস্ট্রিজ, রাজশাহী সিল্ক, ফরচুন সুজ, আলীম অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, গ্লোব ইন্ডাস্ট্রিজ, কিয়াম মেটাল, ফুলকলি, বনফুল, লক্ষ্মীপুরের লাভ ক্যান্ডি, মেরিডিয়ান চিপস, মতিন টেক্সটাইল, বগুড়ার ফাউন্ড্রি ও হালকা প্রকৌশল শিল্প, ফেবিয়ান এক্সেসরিজ, বেঙ্গল বিস্কুট অন্যতম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানি আয়ের ১১% বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে। এসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে দেশে প্রায় ৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিসিকের বিদ্যমান কার্যক্রম :

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিসিকের বিদ্যমান কার্যক্রমের তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো :

- বিসিক জেলা কার্যালয় : ২১টি
- বিসিক শিল্পনগরী : ২১টি
    - মোট শিল্পপ্লটের সংখ্যা : ২৭৪৭টি
    - বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা : ২৩৭২টি
    - স্থাপিত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা : ১১৫৯টি
    - রুগ্ন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা : ৯৭টি
    - বরাদ্দযোগ্য খালি প্লটের সংখ্যা : ৩৭৫টি
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ০২টি
- মধু উন্নয়ন কেন্দ্র/ মৌমাছি পালন কর্মসূচি : ০২ টি

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলায় বিদ্যমান বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পপ্লট ও বরাদ্দকৃত প্লটে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের পরিসংখ্যান নিচে তুলে ধরা হলো :

ক্রম	শিল্পনগরীর নাম	স্থাপনকাল	জমির পরিমাণ (একর)	শিল্প প্লট সংখ্যা	মোট বরাদ্দকৃত প্লট	বরাদ্দকৃত প্লটে শিল্প ইউনিট সংখ্যা				বরাদ্দের অপেক্ষায়
						মোট	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন	রুগ্ন/বন্ধ	
১	ফরিদপুর	১৯৮৭	১৫.৬	১০৭	১০৭	৪২	৩৩	২	৭	০
২	রাজবাড়ি	১৯৬৪	১৫.২৮	৭৭	৭৪	৫৩	৩৮	৩	১২	৩
৩	মাদারীপুর	১৯৮১	১৬.৩৩	১২৬	১২৬	৯৪	৮৪	৫	৫	০
৪	মাদারীপুর (সম্প্র:)	২০২১	২১.৩৬	৪৫	২১	১৮	-	১৮	-	২৪
৫	গোপালগঞ্জ	১৯৯৫	১০.৫	৭০	৭০	৬০	৫৮	১	১	০
৬	গোপালগঞ্জ (সম্প্র:)	২০২১	৫০	১৩৮	২৩	১৭	-	১৭	-	১১৫
৭	শরিয়তপুর	২০০০	১৩.৬৭	১০০	৯৯	৫৯	২৮	৪	২৭	১
৮	খুলনা (শিরোমনি)	১৯৬১	৪৪.১	২৪০	২৪০	৮৬	৬৬	৬	১৪	০
৯	বাগেরহাট	১৯৯৫	১৯.৩	১২৩	১২৩	৫২	৪১	৮	৩	০
১০	সাতক্ষীরা	১৯৮৮	১৪.৫৩	৯৬	৯৬	২৮	২৬	১	১	০
১১	যশোর	১৯৬২	৫০.০৪	৩০২	৩০২	১১৯	১১৩	২	৪	০
১২	ঝিনাইদহ	১৯৯৫	১৫.৭	১১৬	১১৬	৪৪	৪১	২	১	০
১৩	কুষ্টিয়া	১৯৬৩	১৮.৪৯	৮৫	৮৫	১১	৯	০	২	০
১৪	মেহেরপুর	২০০৩	১০	৭২	৭০	৩১	১০	২০	১	২
১৫	বরিশাল	১৯৬০	১৩০.৬১	৪৭০	৩৬১	১৭৩	১২০	৪৬	৭	৯
১৬	স্বরূপকাঠি	১৯৬১	২৪.৭৪	১৬৯	১৬৯	১০৬	৯২	১২	২	০
১৭	পটুয়াখালী	১৯৮২	১৫.৪	১০১	৯৫	৪৩	২২	১৪	৭	৬
১৮	ভোলা	১৯৯২	১৪.৪৫	৯৩	৮৭	৪৮	১৩	৩২	৩	৬
১৯	ঝালকাঠি	২০১৯	১১.০৮	৭৯	৭৭	৩২		২৭	০	০২
২০	বরগুনা	২০২১	১০.২	৬০	১২	০৯		২৯		৪৮
২১	চুয়াডাঙ্গা	২০২১	২৫.১২	৭৮	২১	৪৯		১৯		২৭
মোট			৫৪৬.৫	২৭৪৭	২৩৭২	১১৫৯	৭৯৪	২৬৮	৯৭	৩৭৫

৩. পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক বিসিকের চলমান প্রকল্প:

৩.১ বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ :

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৩০৮.৩৩ একর জায়গায় 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২৪ নাগাদ শেষ হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং পুরান ঢাকায় যত্রতত্র গড়ে ওঠা কেমিক্যাল শিল্প-কারখানাগুলো একটি পরিবেশবান্ধব মনোটাইপ শিল্পপার্কে স্থানান্তরিত হবে।

৩.২ বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ :

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৯৫.২৪ একর জায়গায় 'বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৫ নাগাদ শেষ হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ঢাকা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে যত্রতত্র গড়ে ওঠা প্লাস্টিক শিল্প-কারখানাগুলো একটি পরিবেশবান্ধব মনোটাইপ শিল্পনগরীতে স্থানান্তরিত হবে।

৩.৩ বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ :

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১০০ একর জায়গায় 'বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৪ নাগাদ শেষ হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ফকিরাপুল, আরামবাগসহ ঢাকা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে যত্রতত্র গড়ে ওঠা মুদ্রণ শিল্প-কারখানাগুলো একটি পরিবেশবান্ধব মনোটাইপ শিল্পনগরীতে স্থানান্তরিত হবে।

৩.৪ বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ :

বরিশাল সদর উপজেলায় ৩৭.৫৯ একর জায়গায় 'বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২৪ নাগাদ শেষ হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৪. পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক বিসিকের প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প :

৪.১ বিসিক নগরকান্দা শিল্প পার্ক, ফরিদপুর :

পদ্মা সেতু চালু হওয়া ও প্রস্তাবিত বিভাগীয় শহর ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পায়নে নবযাত্রা শুরু হবে। এসব দিক বিবেচনায় বিসিক ফরিদপুর জেলার নগরকান্দায় ৫০ একর জায়গা নিয়ে একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করছে। প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ১২-০২-২০২৩ তারিখে জমি প্রাপ্তির সম্মতি প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.২ বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর :

ফাউন্ড্রি শিল্প, হালকা প্রকৌশল ও অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম বড় হাব হচ্ছে যশোর জেলা। এসব প্রতিষ্ঠান যাতে পরিবেশবান্ধব শিল্প এলাকায় গড়ে উঠতে পারে সেজন্য বিসিক যশোর জেলায় ৪১০.০৮ একর আয়তনের একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এবং হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতে আনুমানিক ২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৩ বিসিক শিবচর শিল্প পার্ক, মাদারীপুর :

৩৫০ একর জায়গায় প্রস্তাবিত শিল্প পার্কটি একটি মাল্টি-সেক্টরাল শিল্প পার্ক হিসাবে গড়ে উঠবে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গায় পরিণত হচ্ছে। এ বাস্তবতায় প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে প্রাথমিক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৪ বিসিক শিল্প পার্ক, নড়াইল :

পদ্মা সেতুর ফলে ঢাকা থেকে নড়াইল যোগাযোগ সহজ অনেক সহজ হয়েছে। অধিকন্তু মংলা বন্দর চালু হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, দেশের রপ্তানি খাত সমৃদ্ধ হবে। এ বাস্তবতায় নড়াইল জেলায় ১০০ একর আয়তনের একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে বিসিক। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৫ বিসিক শিল্প পার্ক, মাগুরা:

পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলার মত মাগুরা জেলার সাথে অন্যান্য জেলার যোগাযোগ সহজ হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এ জেলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। এ বিবেচনায় বিসিক ইতোমধ্যে ১০০ একর আয়তনের জায়গায় শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়ছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৬ বিসিক শিল্প পার্ক, পিরোজপুর:

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পিরোজপুর জেলায় পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্যে ৩০৯.৭৩ একর জায়গায় শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিল্প পার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১.৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৪.৭ বিসিক জাজিরা শিল্প পার্ক, শরীয়তপুর:

শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বেজা'র নিকট ৩০০ একর জমি চাওয়া হয়েছে। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে শিল্প পার্ক স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে বিসিক বেজা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। শিল্প পার্কটি স্থাপিত হলে প্রায় ১.৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে হালকা প্রকৌশল শিল্প, খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, কাঁচ ও সিরামিক শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, ট্যানারি, চামড়া, রাবার শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, অটোমোবাইল শিল্প, সেবা খাত, বিবিধ শিল্প গড়ে উঠবে যেখানে প্রায় ১৪-১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু বিসিকের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় পদ্মাসেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে 'বিসিক ঝিনাইদাহ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প, ঝিনাইদাহ'; 'বিসিক ভাঙ্গা শিল্প পার্ক, ফরিদপুর'; 'বিসিক রাজারহাট চামড়া শিল্প পার্ক, যশোর'; 'বিসিক শিল্প পার্ক, বাগেরহাট'; 'বিসিক চরফ্যাশন শিল্প পার্ক, ভোলা' স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে।

৫. পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল:

পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বটম আপ অ্যাপ্রোচ অনুসরণ করা হয়। এই অ্যাপ্রোচে মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২১টি জেলা হতে সম্ভাব্য প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে প্রস্তাব আহবান করা হয়। আহ্বানের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও বিসিকের জেলা কার্যালয় হতে শিল্পনগরী স্থাপন, বিদ্যমান শিল্পনগরী সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন, মধু প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। এসব প্রস্তাবনার সারাংশ তৈরি করে একাধিক সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় উপস্থাপন করে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৫.১ পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের সারাংশ নিচে তুলে ধরা হলো :

ক্র. নং	কর্মপরিকল্পনার বিষয়	জেলা
১।	শিল্পনগরী স্থাপন/ সম্প্রসারণ/ আধুনিকীকরণ/ মনোটাইপ শিল্পপার্ক স্থাপন	১। মাগুরা; ২। বরগুনা; ৩। সাতক্ষীরা; ৪। ঝিনাইদহ; ৫। নড়াইল; ৬। পটুয়াখালী; ৭। গোপালগঞ্জ; ৮। ভোলা; ৯। পিরোজপুর; ১০। ফরিদপুর; ১১। যশোর; ১২। রাজবাড়ী; ১৩। বাগেরহাট; ১৪। ঝালকাঠি; ১৫। খুলনা; ১৬। শরীয়তপুর; ১৭। মাদারীপুর; ১৮। কুষ্টিয়া; ১৯। বরিশাল
২।	প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও সংরক্ষণাগার স্থাপন	১। মাগুরা (কৃষি, চামড়া); ২। সাতক্ষীরা (কৃষি, ফল); ৩। বরগুনা (মাছ, চামড়া); ৪। পটুয়াখালী (মাছ, চামড়া, কৃষি); ৫। গোপালগঞ্জ (মাছ, কৃষি); ৬। পিরোজপুর (মাছ, চামড়া); ৭। বরিশাল (মাছ, চামড়া, কৃষি); ৮। খুলনা (ফল, চিংড়ী, চামড়া); ৯। চুয়াডাঙ্গা (ফল, মাংস, চামড়া, কৃষি); ১০। মেহেরপুর (চামড়া); ১১। ভোলা (কৃষি); ১২। রাজবাড়ী (কৃষি); ১৩। কুষ্টিয়া (কৃষি)
৩।	মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	১। মাগুরা; ২। সাতক্ষীরা; ৩। পিরোজপুর; ৪। যশোর; ৫। শরীয়তপুর; ৬। মাদারীপুর
৪।	আধুনিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন	১। মাগুরা; ২। বরগুনা; ৩। সাতক্ষীরা; ৪। ঝিনাইদহ; ৫। নড়াইল; ৬। পটুয়াখালী; ৭। গোপালগঞ্জ; ৮। ভোলা; ৯। পিরোজপুর; ১০। যশোর; ১১। মেহেরপুর; ১২। রাজবাড়ী; ১৩। বাগেরহাট; ১৪। ঝালকাঠি; ১৫। শরীয়তপুর; ১৬। খুলনা; ১৭। মাদারীপুর; ১৮। চুয়াডাঙ্গা; ১৯। কুষ্টিয়া
৫।	বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন	১। নড়াইল; ২। মেহেরপুর; ৩। যশোর
৬।	‘বিসিক ব্যাংক’ স্থাপন	১। নড়াইল; ২। মেহেরপুর
৭।	বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ	১। বরগুনা (তাঁত, শিপ); ২। পটুয়াখালী (তাঁত, মৃৎ); ৩। খুলনা (লবণ); ৪। বরিশাল (শিপ); ৫। চুয়াডাঙ্গা (মৃৎ)
৮।	অগ্রাধিকার খাতভুক্ত শিল্পের (পাট, চামড়া ও হালকা প্রকৌশল) বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ	১। ফরিদপুর; ২। ঝালকাঠি; ৩। শরীয়তপুর; ৪। মাদারীপুর
৯।	উপজেলা সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ	১। ফরিদপুর; ২। রাজবাড়ী; ৩। ঝালকাঠি; ৪। শরীয়তপুর; ৫। মাদারীপুর
১০।	পর্যটন শিল্পের প্রসার	১। বরগুনা; ২। পটুয়াখালী; ৩। গোপালগঞ্জ; ৪। ভোলা; ৫। বাগেরহাট; ৬। মাদারীপুর; ৭। কুষ্টিয়া

৫.২ বিসিক প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মশালা :

পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে শিল্প সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে অংশীজনের অংশগ্রহণে ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিসিক প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকাতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উত্থাপিত সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়:

- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আরেকটি সভা আয়োজন করতে হবে এবং সেখানে আজকের কর্মশালায় উপস্থিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে;
- জেলা কার্যালয়সমূহকে আরো যৌক্তিক ও সুসংহত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় নিজেরাই পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে;
- জানুয়ারি ২০২৩ মধ্যে একটি খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয় দাখিল করতে হবে;
- ছোট শিল্প বিকাশে বিসিককে কাজ করতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে কাচাঁমাল বেশি পাওয়া যায় সেই কাঁচামালভিত্তিক শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- নতুন শিল্পপার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যথাযথভাবে করতে হবে এবং শিল্প পার্ক স্থাপনে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সকল শর্ত পূরণ করতে হবে;
- কৃষি জমি নষ্ট করে শিল্পপার্ক স্থাপন করা যাবে না;
- প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে সকল প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
- জেলাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং অধিক লোককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;
- অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে;
- বাস্তব চাহিদার নিরিখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং যেসব জেলায় অধিক প্লটের চাহিদা রয়েছে প্রকল্প গ্রহণে সেসব জেলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং
- মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কোর কমিটি গঠন করতে হবে।

গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে শিল্প সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে অংশীজনের অংশগ্রহণে বিসিক প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকাতে আয়োজিত কর্মশালার স্থিরচিত্র

৫.৩ পটুয়াখালীতে অংশীজনদের অংশগ্রহণে আয়োজিত মতবিনিময় সভা :

বিগত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পটুয়াখালীতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়, শিল্প সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে বৃহত্তর বরিশাল বিভাগের জনপ্রতিনিধি, বরিশাল বিভাগের ০৬ টি জেলার জেলা প্রশাসক, স্থানীয় উদ্যোক্তা, শিল্প মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের ও অন্যান্য সুধীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২১ জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনা শাখা, বিসিক কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। প্রধান অতিথি জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় মতবিনিময় সভায় আগত অংশীজনের আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেন :

- দক্ষিণাঞ্চলে খাদ্য, কৃষি ও শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।
- কৃষি ও শিল্প বিপ্লব সমন্বিতভাবে করতে হবে।
- আবাদী জমির অধিগ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
- ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের ক্লাস্টার আকারে ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে বিসিককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- সকল অবকাঠামোসহ ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে যেখানে সব ধরনের সেবা পাওয়া যাবে।
- নারী উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে হবে। বিশেষ করে ফ্যাশন ডিজাইনিং, বিউটিফিকেশন ইত্যাদিতে নারীদের দক্ষ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জমি পাওয়া সাপেক্ষে কুয়াকাটায় রাখাইনদের বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে মার্কেট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- যে এলাকায় যে ধরনের কাঁচামালের প্রাচুর্য রয়েছে, সে এলাকায় সে ধরনের শিল্পনগরী করতে হবে।
- প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মেনে চলতে হবে।
- প্রকল্পের ব্যয় ৫০ কোটি টাকার বেশি হলে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পটুয়াখালীতে অংশীজনদের অংশগ্রহণে আয়োজিত মতবিনিময় সভা

৬. পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা :

সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৪১ সাল নাগাদ শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে পটুয়াখালীতে মতবিনিময় সভায় অংশীজনের আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়, ঢাকাতে কর্মশালায় উত্থাপিত সুপারিশের আলোকে চেয়ারম্যান, বিসিক মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে বিসিক ০৩ টি পর্যায়ে পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে নতুন শিল্পনগরী/ শিল্পপার্ক স্থাপন, বিদ্যমান শিল্পনগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন, অবিক্রিত ও নতুন সৃষ্ট প্লট বিক্রির জন্য কার্যক্রম, রুগ্ন শিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রম এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ ও মেরামত, সম্ভাবনাময় ট্রেড নির্বাচন, বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন ইত্যাদি।

৬.১.০ নতুন শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন :

সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৪১ সাল নাগাদ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলায় ০৩ টি ফেজে মোট ২৮ টি পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/ শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে। এ সব শিল্পনগরী/ শিল্পপার্কে আধুনিক শিল্প কমপ্ল্যায়েন্স অনুসরণপূর্বক ETP/ CETP, ডাম্পিং ইয়ার্ড, লেক/রিজার্ভার, প্রশাসনিক ভবন, মসজিদ, ডে-কেয়ার সেন্টার, মালিক সমিতির অফিস, শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম ছাউনী ইত্যাদির সংস্থান রাখা হবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৫ ধরণের মোট ২৮ টি পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/ শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে :

ক্রম	শিল্পনগরী/শিল্পপার্কের ধরণ	সংখ্যা
০১	কৃষি ভিত্তিক	০৪ টি
০২	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ভিত্তিক	০২ টি
০৩	চামড়া ভিত্তিক	০১ টি
০৪	কৃষি ভিত্তিক	০৪ টি
০৫	মাল্টি-সেক্টরাল	২১ টি
মোট		**২৮ টি**

৬.১.১. ফেজ-০১ :
পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ১ম ফেজে অর্থাৎ ২০২৩-২০৩০ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ০৮টি জেলায় ০৮টি শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে। যে সব এলাকায় বিসিকের কোন শিল্পনগরী নেই বা বিদ্যমান শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য কোন শিল্পপ্লট খালি নেই কিংবা বর্তমানে উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে সে সব এলাকায় শিল্পনগরী/ শিল্পপার্ক স্থাপনকে ১ম ফেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৫ সালের মধ্যে এসব প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০২৪-২০২৬ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্রম	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০১	বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর	২০২৩-২৪	২০২৪	২০২৪-২০২৭	পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ এবং পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক
০২	বিসিক শিল্প পার্ক, নড়াইল	২০২৩-২৪	২০২৪	২০২৪-২০২৭	
০৩	বিসিক শিল্প পার্ক, মাগুরা	২০২৪-২৫	২০২৫	২০২৬-২০২৯	
০৪	বিসিক নগরকান্দা শিল্প পার্ক, ফরিদপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	

ক্রম	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০৫	বিসিক শিল্পপার্ক, শিবচর, মাদারীপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	
০৬	বিসিক শিল্প পার্ক, পিরোজপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	
০৭	বিসিক জাজিরা শিল্প পার্ক, শরীয়তপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	
০৮	বিসিক কুমারখালী শিল্প পার্ক, কুষ্টিয়া	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	

৬.১.২. ফেজ-০২ :

পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ২য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ০৮টি জেলায় ০৮টি শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে। যে সব এলাকায় বিসিকের বিদ্যমান শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য ২/১টি শিল্পপ্লট খালি রয়েছে কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে উদ্যোক্তাদের চাহিদা বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সে সব এলাকায় শিল্পনগরী/ শিল্পপার্ক স্থাপনকে ২য় ফেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৭-২০৩০ সালের মধ্যে এসব প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০২৯-২০৩১ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্রম	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০১	বিসিক মাল্টি-সেক্টরাল শিল্প পার্ক, খুলনা	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ এবং পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক
০২	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, রাজারহাট, যশোর	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	
০৩	বিসিক শিল্প পার্ক, ঝিনাইদহ	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	
০৪	বিসিক কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, মেহেরপুর	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	
০৫	বিসিক ভেড়ামারা শিল্প পার্ক, কুষ্টিয়া	২০২৮-২৯	২০৩০	২০৩১-২০৩৪	
০৬	বিসিক খাদ্য, কৃষি ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, পটুয়াখালী	২০২৯-৩০	২০৩১	২০৩২-২০৩৫	
০৭	বিসিক শিল্প পার্ক, রাজবাড়ী	২০২৯-৩০	২০৩১	২০৩২-২০৩৫	
০৮	বিসিক কালকিনি শিল্প পার্ক, মাদারীপুর	২০২৯-৩০	২০৩১	২০৩২-২০৩৫	

৬.১.৩. ফেজ-০৩ :

পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ৩য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩৫-২০৪১ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ০৮টি জেলায় ০৮টি শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে। যে সব এলাকায় নিকট অতীতে বিসিকের শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বরাদ্দযোগ্য শিল্পপ্লট খালি রয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে উদ্যোক্তাদের চাহিদা বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সে সব এলাকায় শিল্পনগরী/ শিল্পপার্ক স্থাপনকে ৩য় ফেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০৩২-২০৩৬ সালের মধ্যে এসব প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০৩৪-২০৩৭ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০১	বিসিক হালকা প্রকৌশল শিল্প পার্ক, বরিশাল	২০৩২-৩৩	২০৩৪	২০৩৫-২০৩৮	পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ এবং পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক
০২	বিসিক ভাঙ্গা শিল্প পার্ক, ফরিদপুর	২০৩২-৩৩	২০৩৪	২০৩৫-২০৩৮	
০৩	বিসিক কৃষি ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, বরগুনা	২০৩৩-৩৪	২০৩৫	২০৩৬-২০৩৯	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০৪	বিসিক শিল্প পার্ক, ভোলা	২০৩৪-৩৫	২০৩৬	২০৩৭-২০৪০	
০৫	বিসিক মাল্টি-সেক্টরাল শিল্প পার্ক, ঝালকাঠি	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	
০৬	বিসিক শিল্প পার্ক, বাগেরহাট	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	
০৭	বিসিক কৃষিজাত পণ্য ও ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পার্ক, সাতক্ষীরা	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	
০৮	বিসিক শিল্প পার্ক, চুয়াডাঙ্গা	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	

- সংশ্লিষ্ট এলাকায় মতবিনিময় সভা আয়োজন করে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা হবে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৬.২. বিদ্যমান শিল্পনগরীর উন্নয়ন/ সক্ষমতা বৃদ্ধি :

পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলায় বর্তমানে বিসিকের ২১টি শিল্পনগরী রয়েছে। এসব শিল্পনগরীসমূহের সবগুলোর সক্ষমতা সমান নয়। কিছু কিছু শিল্পনগরী অনেক আগে স্থাপিত হয়েছে। নিয়মিত মেরামত/পুনঃনির্মাণ না করায় এসব শিল্পনগরীসমূহে অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। অনেক শিল্পনগরীতে খালি ও নতুন সৃষ্ট প্লট অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে। আবার কিছু কিছু শিল্পনগরীতে শিল্প ইউনিট রুগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এসব শিল্পনগরীর উন্নয়ন/ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৬.২.১. বিদ্যমান শিল্পনগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন :

পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলায় বিসিকের স্থাপিত ২১টি শিল্পনগরীর মধ্যে ১৬টি শিল্পনগরীতে অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। অনেক শিল্পনগরীতে রাস্তা তৈরি করার পর পরবর্তীতে আর কোন সংস্কার হয়নি। এসব শিল্পনগরীর বেশিরভাগ রাস্তা গর্ত ও খানা-খন্দে পূর্ণ। কিছু শিল্পনগরীর ড্রেন অকার্যকর। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তাগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। বেশিরভাগ শিল্পনগরীগুলোতে কোন সীমানা প্রাচীর নেই। একইসাথে শিল্পনগরীগুলোর রাস্তায় সড়ক বাতি না থাকায় রাতের বেলায় প্রায়শই চুরি ও ছিনতাই এর মত ঘটনা ঘটে। এ অবস্থায় বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক ৩টি ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩টি আলাদা আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। ফলে শিল্পনগরীসমূহে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প ৩টি ২০২৬-২০২৯, ২০৩০-২০৩৩ এবং ২০৩৫-২০৩৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র. নং	শিল্পনগরী	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০১	যশোর	২০২৬-২০২৯	পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ, পুরকৌশল বিভাগ এবং শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক
০২	কুষ্টিয়া		
০৩	পটুয়াখালী		
০৪	খুলনা		
০৫	স্বরূপকাঠি		
০৬	রাজবাড়ি		
০৭	গোপালগঞ্জ	২০৩০-২০৩৩	
০৮	শরীয়তপুর		
০৯	মাদারীপুর		
১০	ফরিদপুর		

ক্র. নং	শিল্পনগরী	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
১১	সাতক্ষীরা		
১২	বাগেরহাট	২০৩৫-২০৩৮	
১৩	ঝিনাইদহ		
১৪	বরিশাল		
১৫	মেহেরপুর		
১৬	ভোলা		

৬.২.২. অবিক্রিত শিল্পপ্লট ও নতুন শিল্পনগরী/ শিল্পপার্কের প্লট ক্রয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ কর্মসূচি :

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বিসিকের ২১টি শিল্পনগরীর মধ্যে ৬টি শিল্পনগরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্লট খালি/ অবিক্রিত রয়েছে। এসব অবিক্রিত ও নতুন সৃষ্ট প্লট বিক্রির জন্য স্থানীয় উদ্যোক্তা ও অংশীজনদের নিয়ে অক্টোবর ২০২৩- জুলাই ২০২৪ এর মধ্যে বিসিকের উদ্যোগে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র.	শিল্পনগরী	মোট প্লট	অবিক্রিত/ নতুন সৃষ্ট প্লট সংখ্যা	সভা আয়োজনের সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়নকারী
০১	মাদারীপুর (সম্প্র:)	৪৫	২৪	ডিসেম্বর ২০২৩	শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়, বিসিক
০২	গোপালগঞ্জ (সম্প্র:)	১৩৮	১১৫	অক্টোবর ২০২৩	
০৩	বরিশাল	৪৭০	০৯	নভেম্বর ২০২৩	
০৪	ভোলা	৭৯	০৬	জুলাই ২০২৪	
০৫	বরগুনা	৬০	৪৮	নভেম্বর ২০২৩	
০৬	চুয়াডাঙ্গা	৭৮	২৭	জানুয়ারি ২০২৪	

৬.২.৩. রুগ্ন শিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রম :

পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিসিকের ২১টি শিল্পনগরীর মধ্যে ৩টি শিল্পনগরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প ইউনিট রুগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের মালিকদের নিয়ে বিসিকের উদ্যোগে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হবে। এছাড়া উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা, কারিগরি পরামর্শসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। এরপরও শিল্প ইউনিট রুগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকলে এসব শিল্প ইউনিটের প্লট বরাদ্দ বাতিল করে অন্য সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সম্পর্কিত বিসিকের কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র.	শিল্পনগরী	মোট শিল্প ইউনিট	রুগ্ন শিল্প ইউনিট	সভা আয়োজনের সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়নকারী
১	রাজবাড়ি	৫৩	১২	অক্টোবর ২০২৩	শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, ঋণ প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়, বিসিক
২	শরিয়তপুর	৫৭	২৭	নভেম্বর ২০২৩	
৩	খুলনা	৮৬	১৪	জানুয়ারি ২০২৪	

৬.৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন :

দক্ষ জনসংখ্যাই মানবসম্পদ। একটি দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল মানবসম্পদের কোন বিকল্প নেই। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে

থাকে। বিসিকের দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সারাদেশে ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১৪টি ট্রেডে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২৩ এর মধ্যে বিসিক মোট ১,২৬,৮৯২ জনকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। যার মধ্যে ৭৫,৪৯২ জনকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৫১,৪০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মধ্যে কেবল বরিশাল এবং গোপালগঞ্জে বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বাকি ১৯টি জেলায় কোন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। এসব জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৩.১ ট্রেড নির্বাচনের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন :

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ ট্রেড নির্বাচনের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হবে। এ সম্পর্কিত বিসিকের কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র.	স্থান	কর্মশালা আয়োজনের সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়নকারী
০১	যশোর	ডিসেম্বর ২০২৩	দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিক
০২	গোপালগঞ্জ	মার্চ ২০২৪	
০৩	বরিশাল	জুলাই ২০২৪	
০৪	কুষ্টিয়া	অক্টোবর ২০২৪	
০৫	পটুয়াখালী	ডিসেম্বর ২০২৪	

৬.৩.২. দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন :

পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মধ্যে বর্তমানে গোপালগঞ্জ ও বরিশালে বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ অবশিষ্ট ১৯ জেলায় ০৩ টি ফেজে পৃথক ৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৯ টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৬.৩.২.১. ফেজ-০১ :

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ১ম ফেজে অর্থাৎ ২০২৩-২০৩০ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ০৭টি জেলায় ০৭টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ২০২৪-২০২৫ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০২৫-২০২৬ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র. নং	জেলা	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল
০১	যশোর	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৭-২০৩০
০২	পটুয়াখালী			
০৩	কুষ্টিয়া			
০৪	খুলনা			
০৫	ফরিদপুর			
০৬	বাগেরহাট			
০৭	বরগুনা			

৬.৩.২.২. ফেজ-০২ :

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ২য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ০৬টি জেলায় ০৬টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ২০২৯-২০৩০ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০৩০-২০৩১ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র. নং	জেলা	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল
০১	মাগুরা	২০২৯-৩০	২০৩০-৩১	২০৩২-২০৩৫
০২	ভোলা			
০৩	ঝিনাইদহ			
০৪	পিরোজপুর			
০৫	রাজবাড়ি			
০৬	শরীয়তপুর			

৬.৩.২.৩. ফেজ-০৩ :

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ৩য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩৫-২০৪১ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ০৬টি জেলায় ০৬টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ২০৩৫-২০৩৬ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০৩৬-২০৩৭ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র. নং	জেলা	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল
০১	চুয়াডাঙ্গা	২০৩৫-৩৬	২০৩৬-৩৭	২০৩৮-২০৪১
০২	নড়াইল			
০৩	মাদারীপুর			
০৪	ঝালকাঠি			
০৫	সাতক্ষীরা			
০৬	মেহেরপুর			

৬.৩.৩. বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ ও মেরামত :

পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মধ্যে বর্তমানে গোপালগঞ্জ ও বরিশালে বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে এ দুটি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যকারিতা লোপ পাচ্ছে। ২০২৪-২০২৮ সালের মধ্যে এগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

ক্র. নং	দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র	অর্থবছর	বাস্তবায়নকারী
০১	গোপালগঞ্জ	২০২৭-২৮	দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক
০২	বরিশাল	২০২৪-২৫	

৬.৩.৪. বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন :

বর্তমানে বিসিকের একটিমাত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২ বিভাগে (খুলনা ও বরিশাল) বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। ২০২৫-২০২৬ সালের মধ্যে এ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০২৬-২০২৭ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

ক্র. নং	বিভাগ	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল
০১	খুলনা	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৮-২০৩১
০২	বরিশাল			

৬.৪. আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন :

বিসিক মধু উৎপাদন করে খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মধু শর্করা জাতীয় খাদ্য হলেও এতে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, এনজাইম ও খনিজ পদার্থ থাকে। বিসিক ৬টি জেলায় মৌমাছি পালন কর্মসূচি-কাম উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে মৌচাষি/মৌচাষে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং গুণগত মানসম্পন্ন মধু উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মৌমাছির মাধ্যমে সফল পরাগায়নের ফলে ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, মৌমাছি পালনের গুরুত্ব বিবেচনা করে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,০০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫টি মধু মেলার আয়োজন, ৭টি সেমিনার ও ১০০ টি মৌ-খামারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। দেশে গুণগত মানসম্পন্ন মধু আহরণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ধামরাইতে একটি মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় 'আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ০৩ টি জেলায় মধু উৎপাদন কেন্দ্র ও ০২ টি জেলায় মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। ২০২৪-২০২৫ সালের মধ্যে এ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০২৫-২০২৬ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

- মধু উৎপাদন কেন্দ্র: ০৩ টি
  - মাগুরা
  - সাতক্ষীরা
  - ফরিদপুর
- মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট: ০২ টি
  - সাতক্ষীরা
  - ফরিদপুর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল
০১	আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৭-২০৩০

৭. উপসংহার :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ ও সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সাফল্যের মুকুটে একটি নতুন পালক হিসেবে যুক্ত হয়েছে পদ্মাসেতু। পদ্মাসেতুর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলায় পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সমন্বিত এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিসিক। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে টেকসই শিল্পায়ন হবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসবে, আনুমানিক ৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবে, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং সর্বোপরি এ অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। পদ্মা সেতুকে ঘিরে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা যেন কোনোভাবেই পরিবেশ-প্রতিবেশে বিরূপ প্রভাব না ফেলে সেদিকে মনোযোগ প্রদানকরত বিসিকের প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকর সহযোগিতা প্রত্যাশিত।

১৪.২ বিসিকের মহাপরিকল্পনা (২০২১-৪১)

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনাটি ২০২১-৪১ অর্থাৎ ২০ (বিশ) বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যকে সরকারের সকল ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো)টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

বিসিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives)

- সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব ঘটানো;
- দেশের শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য কার্যক্রমসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান;
- দেশে চলমান সুপরিকল্পিত উন্নয়নের স্রোতধারায় বিসিকের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণ;
- বিসিকের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ভাবমূর্তি উন্নয়ন;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন;
- বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি;
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ;
- পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ ।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ (Flagship Programs)

১। শিল্প নিবন্ধন ও ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

এ কার্যক্রমের আওতায় দুটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

(ক) শিল্প নিবন্ধন এবং (খ) ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন

- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ, ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১ কোটি কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প নিবন্ধন প্রদান;
- সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্প নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পলিসি অ্যাডভোকেসি করা;
- ২০২২ সালের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের ০৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিসিক বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন।

২। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষায়িত শিল্প পার্ক স্থাপন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে বিসিকে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন অধিশাখা' গঠন;
- ২০৪১ সালের মধ্যে ১ কোটি উদ্যোক্তার মধ্যে ৫০% নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ইনকিউবেশন সেন্টার চালু;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু;
- বিনিত ঋণসহ অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমে নারী উদ্যোক্তদের জন্য কোটা সুবিধা, হ্রাসকৃত সুদের হার ও গ্রেস পিরিয়ড প্রদান;
- পণ্য বাজারজাত করার জন্য উদ্যোক্তা মেলা/উদ্যোক্তা হাট/অনলাইন মেলার আয়োজন।

৩। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- ২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যমান ১৫টি জেলার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন এবং অবশিষ্ট ৪৯টি জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন ;
- টেকনোপ্রেনিউর (Technopreneur) তৈরির জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি এবং প্রশিক্ষণ কোর্স (কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, গ্রাফিকস ডিজাইন ও থ্রিডি প্রিন্টিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ড্যাটা অ্যানালাইসিস ইত্যাদি) আয়োজন ;
- বর্তমানে চলমান প্রশিক্ষণ মডিউল যুগোপযোগীকরণ এবং উদ্যোক্তাদের চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন;
- বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নকল্পে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়াসহ ১ কোটি উদ্যোক্তা তৈরিকরণ।

৪। শিল্প ঋণ বিতরণ ও তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

- বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) কর্মসূচির ঋণ তহবিল ২০২৫ সালের মধ্যে ৩,৫০০ কোটি, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫,০০০ কোটি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;
- বিনিত ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ও মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ক্রেডিট অফিসার নিয়োগ এবং এর কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-এর তালিকাভুক্ত নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিকের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিসিক কর্তৃক 'এমএসএমই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠাকরণ।

৫। 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের' মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ

এ কার্যক্রমের আওতায় দুটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

(ক) ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের' মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান;

(খ) সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সাবকন্ট্রাক্টিং কার্যক্রম জোরদারকরণ।

- ২০২৫ সালের মধ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিসিকের নিজস্ব ২৮টি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার নিম্নোক্ত ১৩টি সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় আনয়ন;

- ২০২২ সালের মধ্যে বিসিকের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট প্রতিষ্ঠাকরণ;
- সাবকন্ট্রাক্টিং গেজেট বিধিমালা-১৯৮৯, পিপিআর ২০০৮ এবং সাবকন্ট্রাক্টিং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহকে সামঞ্জস্য করে এ বিষয়ক সকল বাধাসমূহ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে সাবকন্ট্রাক্টিং আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

৬। 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পণ্য/সেবা বিক্রয় ও বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে দেশব্যাপী প্রায় ৭ লক্ষ, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ সিএমএসএমই উদ্যোক্তাকে বিসিক অনলাইন মার্কেটে যুক্তকরণ;
- বিসিকের ৬৪ জেলায় 'বিসিক বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র' স্থাপন এবং তা 'বিসিক অনলাইন মার্কেট'-এর সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কের পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জেলা সংযোগ বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ;
- 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' বিসিকের শতভাগ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন এবং একটি পৃথক অনলাইন মার্কেটিং অধিশাখা প্রতিষ্ঠাকরণ।

৭। উদ্যোক্তাদের পণ্য/সেবার প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য উদ্যোক্তা মেলা/উদ্যোক্তা হাট আয়োজন

- প্রতি বছর অন্তত ১৫জন উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;
- বিসিক কর্তৃক ইপিবি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক মিশন ও দূতাবাসের সহায়তায় বিদেশে মেলা/প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনে অংশগ্রহণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে বিসিকের ৬৪টি জেলায় পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র (Product Display cum Sales Centre) স্থাপন;
- নিবন্ধিত উদ্যোক্তা/আগ্রহী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একক বা কনসোর্টিয়ামের সহায়তায় বিসিক কর্তৃক মেলা/ প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন এবং এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব অর্জন;
- প্রতিবছর ১০% হারে অধিক মেলা আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ;
- ২০২২ সাল হতে মেলা/প্রদর্শনী/উদ্যোক্তা হাট/ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনে আবেদন গ্রহণ, স্টল বরাদ্দ ও মেলা সংক্রান্ত তথ্য/ডাটাবেজ সংরক্ষণ বিসিকের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পাদন।

৮। সারাদেশব্যাপী ১০০টি আধুনিক সুবিধা সংবলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন

- ২০৪১ সালের মধ্যে সারাদেশে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি আধুনিক সুবিধা সংবলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন;
- মহাপরিকল্পনাটি ৩টি মেয়াদে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি (২০২১-২৫), মধ্যমেয়াদি (২০২৫-৩০) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৪১) পরিকল্পনা হিসেবে বাস্তবায়ন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫,০০০ একর জমিতে ১০টি শিল্পনগরী স্থাপন করে ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের রপ্তানি আয় ১০০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ।

৯। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

- ২০২৫ সালের মধ্যে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের জন্য 'বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (২)' প্রকল্প স্থাপন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও দুটি চামড়া শিল্পপার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ;
- উন্নত সিইটিপি, লেদার ইনস্টিটিউট এবং চামড়াজাত পণ্য তৈরির জন্য ২০০ একর জায়গায় আরও একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চামড়া শিল্প মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের নিম্নলিখিত বৃহত্তর জেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে কাঁচা চামড়ার প্রাচুর্যের ভিত্তিতে আরও চামড়াজাত পণ্য শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে :
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, খুলনা (২০২৫-২৬)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিলেট (২০২৫-২৬)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বরিশাল (২০২৭-২৮)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রংপুর (২০২৭-২৮)
    - বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ময়মনসিংহ (২০২৮-২৯)
- বিসিক কর্তৃক ২০৩০-৪১ মেয়াদে অঞ্চলভিত্তিক নিম্নলিখিত ১৩টি চামড়া সংরক্ষণাগার স্থাপন :

  ১। ঢাকা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী);
  ২। ফরিদপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর);
  ৩। ময়মনসিংহ আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ);
  ৪। জামালপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ);
  ৫। কুমিল্লা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর)
  ৬। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান);
  ৭। খুলনা আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর)
  ৮। ঝিনাইদহ আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (যশোর, মেহেরপুর, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঝিনাইদহ);
  ৯। সিলেট আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ)
  ১০। বরিশাল আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা);
  ১১। বগুড়া আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, নাটোর);
  ১২। রাজশাহী আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (রাজশাহী, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ);
  ১৩। রংপুর আঞ্চলিক চামড়া সংরক্ষণাগার (জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট)
- পরিবেশ বিষয়ক মান নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে বিশেষ নিরীক্ষা ইউনিট গঠন এবং নিয়মিত পরিবেশগত Compliance ইস্যু সমাধানে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, এবং Conformity সনদ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG), আইএসও প্রভৃতি হতে পরিচ্ছন্ন উপায়ে Traceability নিশ্চিত করে চামড়াজাত শিল্প পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারী ক্লাস্টারসমূহকে বিসিক জেলা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্তকরণ এবং ক্লাস্টারসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অবকাঠামো উন্নয়ন;
- চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা কারখানার সুপারভাইজার, পণ্যের নকশা কারক, টেকনিশিয়ান, অপারেটরদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স চালুকরণ এবং বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র ও নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- এ শিল্পের কঠিন বর্জ্য অপসারণ করার পদ্ধতি ও পুনর্ব্যবহার করার সম্ভাবনা বিষয়ে বিশেষ গবেষণা পরিচালনাকরণ।

১০। রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ১০টি রপ্তানিযোগ্য পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং পণ্য উন্নয়ন (Product Development) বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ;
- পণ্য বৈচিত্রকরণ (Product Diversification), মান নিয়ন্ত্রন ও রপ্তানি কমপ্লায়েন্স বিষয়ক কর্মসূচি আয়োজন;
- পণ্যভিত্তিক রপ্তানি তথ্য ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কিত ড্যাটাবেইজ প্রণয়ন;
- রপ্তানি বৈচিত্রকরণের লক্ষ্যে একক পণ্যভিত্তিক (মনোটাইপ) শিল্প পার্ক স্থাপন;
- বিসিক শিল্প পার্কসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের লক্ষ্যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিসমূহকে শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান;
- নতুন নতুন শিল্প পার্ক স্থাপনে সবুজ শিল্পায়নের ধারণা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ;
- সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উৎপাদিত দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পণ্যসমূহের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যসমূহের ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ (GI) প্রাপ্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাজার সম্প্রসারণ;
- নতুন শিল্প পার্কসমূহে ইটিপি, কঠিন বর্জ্য পরিশোধন, পরিবেশগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ এবং চামড়াজাত শিল্প খাতের লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সনদের ন্যায় সকল খাতের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনের দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় শিল্পের শক্তিশালী ভাবমূর্তি সৃষ্টিকরণ।

১১। আয়োডিন অভাবজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকরণে সর্বজনীন লবণ আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ

- ২০২৫ সালের মধ্যে লবণ উৎপাদন কেন্দ্র কক্সবাজারে একটি লবণ গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিউট স্থাপন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রামে একটি পরিবেশবান্ধব লবণ শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় লবণ সংরক্ষণ ও আপদকালীন কাজে ১-২ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বাফার গুদাম স্থাপন;
- ২০৪১ সালের মধ্যে সর্বজনীন লবণ আয়োডিনযুক্তকরণ ৯০% এ উন্নীতকরণ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন লবণ চাষের উপযুক্ত জমি বিসিকের আওতায় এনে প্রকৃত লবণ চাষীদের মধ্যে বরাদ্দকরণ;
- লবণ চাষে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

১২। মধু উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ

- বিসিকের ধামরাই শিল্পনগরীতে অবস্থিত মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের আদলে দেশের সম্ভাবনাময় আরও ১০টি স্থানে ২০২৫ সালের মধ্যে মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন;
- বিসিকের উন্নয়ন শাখার আওতায় মৌচাষ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে মধু উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর ১৫ টন মধু উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

১৩। বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

- বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রতি বছর জাতীয় শিল্পনীতির আলোকে ২-৩ টি শিল্প খাতের (সাব সেক্টর স্টাডি) ওপর আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- শিল্পখাতভিত্তিক সম্ভাবনাময় পণ্য/ব্যবসার প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন;
- বিসিক শিল্পনগরীর অবদান বিষয়ক পরিসংখ্যান নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

- নিয়মিতভাবে বিসিক শিল্পনগরীসহ সারাদেশের সফল সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ওপর কেইস স্টাডি পরিচালনা;
- সম্ভাবনাময় সিএমএসএমই পণ্যের বাজার চাহিদা নিরূপণের জন্য গবেষণা পরিচালনা;
- বিসিকের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির ওপর অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা;
- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা;
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিসিক বার্তা (বিসিক বুলেটিন) প্রকাশ নিশ্চিতকরণ;
- বিসিক শিল্পনগরী, শিল্প পার্ক ও অন্যান্য অবকাঠামোগত নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটির জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিপিপি প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ও প্রজেক্ট সম্পাদন প্রতিবেদনের তুলনামূলক স্টাডি;
- দেশব্যাপী কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের তথ্য-উপাত্ত অনলাইন ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ।

১৪.৩ বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিল্পনগরীর খালি ও অব্যবহৃত প্লটসমূহের ১০০% বরাদ্দ প্রদান;
- রুগ্‌ণ/বন্ধ শিল্প ইউনিটসমূহ চালুকরণ;
- মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নতুন শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিটসমূহে শতভাগ ইটিপি স্থাপন ও
- Leather Working Group (LWG) সার্টিফিকেটের যোগ্যতা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

১৪.৪ সুপারিশসমূহ

- বিসিকের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত (এমআইএস, এপিএ, ঋণ, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ও অন্যান্য) আদান-প্রদান ও সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল ডেটাবেজ সফটওয়্যার/সার্ভার স্থাপন;
- ই-ফাইলিং/এপিএ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসকল বিভাগ/শাখায় উক্ত কার্যক্রমসমূহের অর্জনের হার বেশি, সেসকল বিভাগ/শাখাকে বছর শেষে পুরস্কৃতকরণ;
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবিধান প্রণয়ন;
- ৬৪ জেলায় ‘দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ স্থাপন করা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা;
- শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা;
- রুগ্‌ণ/বন্ধ শিল্প ইউনিট দ্রুত চালুর পদক্ষেপ নেয়া ও
- বিসিক প্রস্তাবিত নতুন অর্গানোগ্রাম দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

১৪.৫ উপসংহার

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের ঐতিহ্য ও দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সুরক্ষায় বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিসিক নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে এবং শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে সামগ্রিক সহায়তা করতে দেশব্যাপী শিল্পনগরী ও শিল্পপার্ক স্থাপনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিসিকের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ১০০টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, জাতীয় আয় বাড়বে এবং বাংলাদেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নত দেশের স্তরে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। লবণ উৎপাদন ও আয়োডিন মিশ্রিত ভোজ্য লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিসিক লবণ চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মনিটরিং করছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে বিসিক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বিসিকের ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র অর্জন

ক্র.নং	বিষয়	প্রদত্ত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
০১	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	৭০	৬৭.১১
০২	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	৩০	২৯.০০
মোট		১০০	৯৬.১১

সংযোজনী-৫	৯.৬৬
সংযোজনী-৬	৯.৫৬
সংযোজনী-৭	৩.৭৮
সংযোজনী-৮	৩.০০
সংযোজনী-৯	৩.০০
মোট	২৯.০০

সেকশন ৩

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র (সংশোধিত ও অনুমোদিত)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[১] পরিবেশবান্ধব মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শিল্পপ্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	২০	[১.১] ১ টি শিল্পনগরী স্থাপন	[১.১.১] বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	-	৭৩	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮০.১১	০.৬০২২	
		[১.২] ৩টি শিল্পপার্ক স্থাপন	[১.২.১] বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	৫৫	৭৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮৪	০.৬৮	
			[১.২.২] বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	৩৫	৪০.৫০	৬০	৫৬	৫২	৪৮	৪৪	৪৬.৫০	০.৬৬২৫	
			[১.২.৩] বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	-	৩০	৫০	৪৬	৪২	৩৮	৩৪	৮৩.২৪	১.০০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[১] পরিবেশবান্ধব মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শিল্পপ্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	২০	[১.৩] ১টি শিল্পনগরী ও ২টি শিল্প পার্কের খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন	[১.৩.১] "বিসিক হালকা প্রকৌশল ও অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পনগরী, যশোর" শীর্ষক প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	তারিখ	১	-	-	৩১-০৫-২০২৩	০৪/০৬/২০২৩	১০/০৬/২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	৩০/০৫/২৩	১.০০	
			[১.৩.২] 'বিসিক শিল্প পার্ক, মাগুরা' শীর্ষক প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	তারিখ	১	-	-	৩১-০৫-২০২৩	০৪/০৬/২০২৩	১০/০৬/২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৮/০৫/২৩	১.০০	
			[১.৩.৩] 'বিসিক শিল্প পার্ক, নড়াইল' শীর্ষক প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	তারিখ	১	-	-	৩১-০৫-২০২৩	০৪/০৬/২০২৩	১০/০৬/২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৮/০৫/২৩	১.০০	
		[১.৪] প্রজেক্ট প্রফাইল প্রণয়ন	[১.৪.১] প্রণয়নকৃত প্রজেক্ট প্রফাইল	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৫৪০	৫১১	২৪৬	২৩০	২১৫	২০০	১৮৫	২৭৭	১.০০	
		[১.৫] সাব-সেক্টর স্টাডি প্রণয়ন	[১.৫.১] প্রণয়নকৃত সাব-সেক্টর স্টাডি	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৫৬	৪৪	৪৬	৩৯	৩২	২৫	১৮	৪৭	১.০০	
		[১.৬] বিপণন সমীক্ষা	[১.৬.১] প্রণয়নকৃত বিপণন সমীক্ষা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৪৪১	৩৯৮	২২৫	২১৫	২০৫	১৯৫	১৮৫	২২৩	০.৯৮	
		[১.৭] পণ্যের নকশা নমুনা উন্নয়ন	[১.৭.১] উন্নয়নকৃত পণ্যের নকশা নমুনা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৪৭৮	৪৪০	৪০০	৩৭৫	৩৫০	৩২৫	৩০০	৪০৩	১.০০	
		[১.৮] কারিগরি তথ্য সংগ্রহ	[১.৮.১] সংগৃহীত কারিগরি তথ্য	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৫২	৬০	৬০	৫৪	৪৮	৪১	৩৫	৬০	১.০০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[১] পরিবেশবান্ধব মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শিল্পপ্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	২০	[১.৯] রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট চালুকরণে সহায়তা প্রদান	[১.৯.১] চালুকৃত শিল্প ইউনিট	সমষ্টি	%	১	২২.৭০	৭	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২২.৯৯ (১২৯টি)	১.০০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট ৫৬১টি। লক্ষ্যমাত্রা= ৫৬১*২০%=১১৩ টি
		[১.১০] শিল্পনগরীর অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দকরণ	[১.১০.১] খালি প্লট বরাদ্দকৃত	সমষ্টি	%	২	৬৩.৭৬	৫০.৯২	৫০	৪২	৩৫	২৮	২১	৫২.৮৮ (৩৬৭টি)	২.০০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে বরাদ্দযোগ্য খালি প্লট ৬৯৪টি। লক্ষ্যমাত্রা=৬৯৪ *৫০%=৩৪৭ টি
		[১.১১] শিল্প ইউনিট নিবন্ধন	[১.১১.১] নিবন্ধিত শিল্প ইউনিট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৬৬৯৩	৭৮৪১	১৮০০০	১৫০০০	১০০০০	৬৪১৫	৫০০০	৫২২৭	১.২৩২	
		[১.১২] বিদ্যমান মামলা নিষ্পত্তিকরণ	[১.১২.১] নিষ্পত্তিকৃত মামলা	সমষ্টি	%	১	৩.৫৪	৮.৫২	১২	১০	৮	৬	৪	১২.০৬ (১৭টি)	১.০০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে আইনসেলে প্রাপ্ত তথ্যমতে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে মোট চলমান মামলার সংখ্যা ১৪১টি লক্ষ্যমাত্রা =১৪১*০.১২= ১৭ টি
		[১.১৩] ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান	[১.১৩.১] প্রদানকৃত সেবা	গড়	%	২	-	৯৮.৩৬	৯২	৮৮	৮৪	৮০	৭৬	৯৮.৫৭	২.০০	মোট আবেদন সংখ্যা ১১,৬৩৪টি সেবা প্রদান ১১,৪৬৮টি

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[২] মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৭	[২.১] উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	[২.১.১] প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৮৭২১	১০১৯২	৪৬০০	-	-	-	-	৫৪২৯	৪.০০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৪৬০০ জন (প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯২০০ জন)
		[২.২] দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রশিক্ষণ	[২.২.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৫১৭০	৪৪৩২	২৪০০	-	-	-	-	২৯৬৭	৩.০০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২৪০০ জন (প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮০০ জন)
		[২.৩] মৌ চাষীদের প্রশিক্ষণ	[২.৩.১] প্রশিক্ষিত মৌ চাষী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪৮০	৪৩৫	২০০	-	-	-	-	২৪০	২.০০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০ জন (প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০০ জন)
		[২.৪] লবণ চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আয়োডিনযুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	[২.৪.১] প্রশিক্ষিত লবণ চাষী ও লবণ মিলের জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	২১০০	২০০৪	১২০০	-	-	-	-	১২৯০	৩.০০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১৮০০ জন (প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২০০ জন)
		[২.৫] বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	[২.৫.১] বিতরণকৃত ঋণ	সমষ্টি	কোটি টাকায়	২	১৫.৪৭	২২.৫২	২৫	২২	২০	১৭	১৪	৫২.৭২	২.০০	
		[২.৬] সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন	[২.৬.১] সংযোগ স্থাপিত সাব-কন্ট্রাকটিং	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৬৬	৬০	৬৬	৬০	৫৪	৪৮	৪২	৭০	২.০০	
		[২.৭] কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা	[২.৭.১] কর্মসংস্থান -কৃত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৬৫৩০৯	৭০০০৮	৫৫০০০	৫৪৫০০	৫৪০০০	৫৩৫০০	৫৩০০০	৬৫৫২৭	১.০০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১২	[৩.১] দেশে বিসিকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	[৩.১.১] বিসিকের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	২১৭২	১৩০১	৬০০	-	-	-	-	১০৯৮	২.০০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৬০০ জন (প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০০০ জন)
		[৩.২] পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্যপদে পদোন্নতি	[৩.২.১] প্রদত্ত পদোন্নতি	সমষ্টি	%	১	২৫.৭৯	২৮.৫৬	৩০	২৭	২৩	২০	১৭	৫২.১০ (৬২ জন)	১.০০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে প্রকৃত পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ ১১৯টি। লক্ষ্যমাত্রা = ১১৯* ০.৩= ৩৬ জন জুন ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন ৬২ জন
		[৩.৩] শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান	[৩.৩.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	তারিখ	তারিখ	১	০৪-০৩-২০২১	-	৩০-০৪-২০২৩	১০/০৫/২০২৩	২২-০৫-২০২৩	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	০২-০৮-২০২২	১.০০	
			[৩.৩.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	সমষ্টি	%	১	৬.০৩	৫০.৮৩	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১০.২৭ (২৩ জন)	০.০০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে প্রকৃত সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের সংখ্যা ২২৪টি। লক্ষ্যমাত্রা =২২৪* ০.৫= ১১২জন জুন ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন ২৩ জন
		[৩.৪] 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লবণ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও লবণ মিউজিয়াম স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন	[৩.৪.১] প্রকল্পের ডিপিপি প্রণীত	তারিখ	তারিখ	১	-	-	৩১-০৫-২০২৩	০৪/০৬/২০২৩	১০/০৬/২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	৩০/০৫/২৩	১.০০	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[৩.৫] সকল কর্মকর্তার আইএপি প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	[৩.৫.১] বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	-	৪	৪	৩	২	-	-	৪	২.০০	
		[৩.৬] সিটিজেনস্ চার্টার পরিবীক্ষণের মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	[৩.৬.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	-	-	৪	৩	২	-	-	৪	১.০০	
		[৩.৭] ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	[৩.৭.১] ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পাদিত ক্রয় কার্য	গড়	%	১	-	৮০.০০	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৭৭.৬৫	০.৯৫৩	মোট ৮৫টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে, যার মধ্যে ই-জিপির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে ৬৬টি
		[৩.৮] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	[৩.৮.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	১	৬২.১৬	৩.০৫২	১০	৯	৮	৭	৬	১০.৮৯ (১০৪টি)	১.০০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে মোট অডিট আপত্তি ৯৫৫ টি। লক্ষ্যমাত্রা ৯৫৫*০.১০ = ৯৬ টি
		[৩.৯] সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজন	[৩.৯.১] আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	-	৫	১১	৯	৭	৫	৪	১৫	১.০০	[৩.৯] সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
[৪] স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ	১১	[৪.১] লবণ উৎপাদনে সহায়তা	[৪.১.১] উৎপাদিত লবণের পরিমাণ	সমষ্টি	লক্ষ টন	৫	১৬.৫০৮১	১৮.৩২	১৬.০	১৫.০	১৩.৫	১২.০	১১.০	২২.৩৩৫	৫.০০	
		[৪.২] ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ	[৪.২.১] আয়োডিন মিশ্রিত লবণের পরিমাণ	সমষ্টি	লক্ষ টন	৪	৮.০৭	৯.০১	৮.৮৮	৮.৫	৭.৫	৬.৫	৬.০	৮.৯১	৪.০০	
		[৪.৩] মধু উৎপাদনে সহায়তা	[৪.৩.১] উৎপাদিত মধুর পরিমাণ	সমষ্টি	টন	২	৪৬২০.২১	১০৬৫৫.৫৫	৭০০০	৬৫০০	৬০০০	৫৫০০	৫০০০	৭৩২৮.৪৯৬	২.০০	
[৫] মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পপণ্য বিপণনে সহায়তা	১০	[৫.১] শিল্প মেলার আয়োজন	[৫.১.১] আয়োজিত শিল্প মেলা	সমষ্টি	সংখ্যা	৮	১৮	৪৬	৩০	২৭	২৫	২৩	২০	৩২	৮.০০	
		[৫.২] গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	[৫.২.১] প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	-	২	২	১	-	-	-	২	২.০০	
														মোট অর্জিত মান	**৬৭.১১**	

সংযোজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………… ১৭													
[১.১] নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	[১.১.১] সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	১.০০	
						অর্জন	১	১	১	১			
[১.২] নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.২.১] বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৪.০০	
						অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০			
[১.৩] সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	[১.৩.১] অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	আহবায়ক (নৈতিকতা কমিটি)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪.০০	
						অর্জন	১	১	১	১			
[১.৪] শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৪.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা (জন)	ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ শাখা)	২ (৪০)	লক্ষ্যমাত্রা	-	১ (২০)	-	১ (২০)	২ (৫০)	২.০০	
						অর্জন	-	১ (২৫)	১ (২৫)	-			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
[১.৫] কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (নথি বিনষ্টকরণ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থাকরণ)	[১.৫.১] উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপমহাব্যবস্থাপক উপকরণ শাখা	২ ও ৩১.১২.২২ ৩১.০৩.২৩	লক্ষ্যমাত্রা	-	১ (৩১.১২.২২)	১ (৩১.০৩.২০২৩)	-	১ (২৭.১২.২২) ও ১ (৩০.০৩.২০২৩)	২.০০	২৭/১২/২০২২ তারিখে মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা এবং ৩০/০৩/২০২৩ তারিখে নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।
						অর্জন	-	১ (২৭.১২.২২)	১ (৩০.০৩.২০২৩)	-			
[১.৬] আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	[১.৬.১] ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	৩০.১০.২২ ৩০.০১.২৩ ৩০.০৪.২৩	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০.১০.২২	৩০.০১.২৩	৩০.০৪.২৩	২৬.১০.২২ ২৩.০১.২৩ ২৬.০৪.২৩	৪.০০	
						অর্জন	-	২৬.১০.২২	২৩.০১.২৩	২৬.০৪.২৩			
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ১৫													
[২.১] ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[২.১.১] ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প ও উপমহাব্যবস্থাপক, উপকরণ	৩১.০৭.২২ ৩১.০৫.২৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.২২	-	-	৩১.০৫.২৩	৩১.০৭.২২ ও ২২.০৫.২৩	২.০০	
						অর্জন	৩১.০৭.২২	-	-	২২.০৫.২৩			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
[২.২] অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনাসহ)	[২.২.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প ও উপমহাব্যবস্থাপক, উপকরণ	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০	৩০	৫০	১০০	৩৭.৭৬	০.৭৬	
						অর্জন	৫.৬৭	১২.১৭	২২.৮৪	৩৭.৭৬			
[২.৩] বাজেট বাস্তবায়ন	[২.৩.১] বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	উপনিয়ন্ত্রক, বিল ও সাধারণ শাখা	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০	৩০	৫০	১০০	৮৫.২৮	২.৫৬	
						অর্জন	২১.৩২	৪২.৬৫	৬৩.৯৬	৮৫.২৮			
[২.৪] প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	[২.৪.১] সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প	২৭	লক্ষ্যমাত্রা	৫	১৩	২০	২৭	২৭	৩.০০	
						অর্জন	৯	৪	৭	৭			
[২.৫] প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	[২.৫.১] প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প ও প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)	৩১-১২-২২ ৩০-০৬-২৩	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১/১২/২২	-	৩০/০৬/২৩	২৯-০৯-২২	৫.০০	জুন, ২০২২ এ ০৩টি সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ ২৯-০৯-২২ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিসিকে কোনো প্রকল্প সমাপ্ত হয়নি বিধায় কোন প্রকল্পের সম্পদ হস্তান্তর করা হয়নি।
						অর্জন	-	২৯/০৯/২২	-	-			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..............১৮													
[৩.১] সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	[৩.১.১] সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	৩	%	উপমহাব্যবস্থাপক, উপকরণ	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৩.০০	
						অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০			
[৩.২] বিসিক শিল্পনগরীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে গণশুনানির আয়োজন	[৩.২.১] গণশুনানি আয়োজিত	৫	সংখ্যা	আহবায়ক, নৈতিকতা কমিটি	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২	৫.০০	
						অর্জন	-	১	-	১			
[৩.৩] ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকিকরণ	[৩.৩.১] বিতরণকৃত ঋণ তদারককৃত	৫	সংখ্যা ও তারিখ	ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন বিভাগ	৪ ও ৩০.০৯.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৬.২৩	লক্ষ্যমাত্রা	১ (৩০.০৯.২২)	১ (৩১.১২.২২)	১ (৩১.০৩.২৩)	১ (৩০.০৬.২৩)	৪	৫.০০	২৮.০৮.২২ তারিখে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় , ১২.১১.২২ তারিখে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায়, ০৫.০৩.২০২৩ তারিখে ঢাকা জেলায় এবং ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে।
						অর্জন	১ (২৮.০৮.২২)	১ (১২.১১.২২)	১ (০৫.০৩.২৩)	১ (১৯.০৬.২৩)			
[৩.৪] দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সভার আয়োজন	[৩.৪.১] দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সভা	৫	সংখ্যা	পরিচালক (প্রশাসন)	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২	৫.০০	২৭.১২.২০২২ তারিখ ও ১৪.০৬.২০২৩ তারিখে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
						অর্জন	-	১	-	১			
											প্রাপ্ত নম্বর	**৪৮.৩২**	
											অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)	**৯.৬৬**	

সংযোজনী ৬ : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১০.০০	
			[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	১৩/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	-	-	১১/১০/২০২২	২.০০	
				[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	তারিখ	৭	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	১৭/০৭/২০২২	৭.০০	

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
			[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৪	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬০	৬০.২৩	২.৪০	
			[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন প্রণয়ন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩১/১০/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৯/১২/২০২২	২০/১০/২০২২	৪.০০	
				[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	-	১	-	-	১	২.৪০	
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২০	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	৩	-	২	-	৪	৬.০০	
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	-	-	৬	৩.০০	

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
				[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%	৫৫.০০%	৫০.০০%	৮৬.২২%	৩.০০	মোট বাজেট ৩,৫০,০০০/- ব্যয় ৩,০১,৭৫৯/-
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	০৮/০১/২০২৩	৩.০০	
				[২.২.৪] আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	২	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	২৩/০২/২০২৩	২৮/০২/২০২৩	৩১/০১/২০২৩	২.০০	

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	৩১/০৫/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩	-	-	-	৩০/০১/২০২৩	৩.০০	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক স্থাপিত থ্রিডি প্রিন্টিং ল্যাবসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন
প্রাপ্ত নম্বর													৪৭.৮০	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)													৯.৫৬	

সংযোজনী ৭ : অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাতিষ্ঠানিক	১৪	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	সংখ্যা	৪	-	৩	৪	৩	-	-	-	৪	৪.০০	
		[১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	[১.২.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৭	-	৬৬.৬৭	৯০	৮০	৭০	৬০	-	৭০.০০	৫.৬০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে জের ছিলো ৬টি, প্রাপ্ত অভিযোগ ৪টি, মোট অভিযোগ= (৩+৬)= ১০টি মোট নিষ্পত্তি ৭টি
		[১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[১.৩.১] প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	-	১২	১২	১১	১০	৯	-	১২	৩.০০	

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	**লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩**					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০.০০%	**৯০.০০%**	**৮০.০০%**	**৭০.০০%**	**৬০.০০%**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সক্ষমতা অর্জন	১১	[২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৪	-	৪	২	১	-	-	-	২	৪.০০	
		[২.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.২.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	-	৪	৪	৩	২	১	-	৪	৩.০০	
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.৩.১] সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	-	২	২	১	-	-	-	২	৪.০০	২৭-১২-২০২২ এবং ১৪-০৬-২০২৩ তারিখে সভা আয়োজন করা হয়েছে।
													প্রাপ্ত নম্বর	২৩.৬০	
													অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)	৩.৭৮	

সংযোজনী ৮: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাতিষ্ঠানিক	১৮	[১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন	[১.১.১] কমিটি পুনর্গঠিত	সংখ্যা	৩	-	-	৪	৩	২	১	-	৪	৩.০০	
		[১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.২.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত	%	৪	-	১০০.০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-	৯১.৬৭	৪.০০	
		[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভার আয়োজন	[১.৩.১] সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	-	-	৪	৩	২	১	-	৪	২.০০	
		[১.৪] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সহ)	[১.৪.১] হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৯	-	৪	৪	৩	২	১	-	৪	৯.০০	

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সক্ষমতা অর্জন	৭	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন	[২.১.১]কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ/ সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৩	-	৪	২	১	-	-	-	২	৩.০০	
		[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	-	২	২	১	-	-	-	২	৪.০০	২৭-১২-২০২২ এবং ১৪-০৬-২০২৩ তারিখে সভা আয়োজন করা হয়েছে।
প্রাপ্ত নম্বর														২৫.০০	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)														৩.০০	

সংযোজনী ৯: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাতিষ্ঠানিক	৬	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	৬	-	১০০	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	৬.০০	২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত ০৪টি আবেদনের মধ্যে ০৪টিই নির্ধারিত সময়ে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৯	[১.২] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৪	-	-	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	-	-	০৫-১২-২০২২	৪.০০	
								৩০-০৬-২০২৩	-	-	-	-	০৮-০৫-২০২৩		
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	৩	-	১১-১১-২০২১	১৫-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	৩০-১১-২০২২	-	-	১৫-১০-২০২২	৩.০০	
		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/ হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/ হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	-	২৩-১২-২১	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	-	-	০৫-১২-২০২২	৩.০০	

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০.০০%	৯০.০০%	৮০.০০%	৭০.০০%	৬০.০০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	৪	-	৩	৩	২	১	-	-	৩	৪.০০	
		[১.৬] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	-	৩	৩	২	১	-	-	৩	৩.০০	
		[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ	[১.৭.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	-	-	৪	৩	২	১	-	৪	২.০০	
প্রাপ্ত নম্বর														২৫.০০	
অর্জিত নম্বর (ওয়েটেড স্কোর)														৩.০০	

পরিশিষ্ট-খ

বিসিকের বাস্তবায়িত ৮২টি শিল্পনগরীর তালিকা

ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	ক্র.	শিল্পনগরীর নাম
০১	বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ	২৯	বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৫৬	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০২	বিসিক শিল্পনগরী, জামদানি, নারায়ণগঞ্জ		বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট (সম্প্রসারণ), চট্টগ্রাম	৫৭	বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা
০৩	বিসিক শিল্পনগরী, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ	৩০	বিসিক শিল্পনগরী, ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম		বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা (সম্প্রসারণ)
০৪	বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী			৫৮	বিসিক শিল্পনগরী, সিরাজগঞ্জ
০৫	বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী (সম্প্রসারণ)	৩১	বিসিক শিল্পনগরী, ষোলশহর, চট্টগ্রাম		
০৬	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ	৩২	বিসিক শিল্পনগরী, পটিয়া, চট্টগ্রাম	৫৯	বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া
	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ (সম্প্রসারণ)	৩৩	বিসিক শিল্পনগরী, মীরসরাই, চট্টগ্রাম		বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া (সম্প্রসারণ)
০৭	বিসিক শিল্পনগরী, টাঙ্গাইল	৩৪	বিসিক শিল্পনগরী, নোয়াখালী	৬০	বিসিক শিল্পনগরী, জয়পুরহাট
০৮	বিসিক শিল্পনগরী, জামালপুর	৩৫	বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	৬১	বিসিক শিল্পনগরী, রংপুর
০৯	বিসিক শিল্পনগরী, শেরপুর	৩৬	বিসিক শিল্পনগরী, চাড়িপুর, ফেনী	৬২	বিসিক শিল্পনগরী, গাইবান্ধা
১০	বিসিক শিল্পনগরী, কিশোরগঞ্জ	৩৭	বিসিক শিল্পনগরী, নিজকুঞ্জরা, ফেনী	৬৩	বিসিক শিল্পনগরী, কুড়িগ্রাম
১১	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	৩৮	বিসিক শিল্পনগরী, লক্ষ্মীপুর		
১২	বিসিক শিল্পনগরী, নেত্রকোণা	৩৯	বিসিক শিল্পনগরী, কুমিল্লা	৬৪	বিসিক শিল্পনগরী, লালমনিরহাট
১৩	বিসিক শিল্পনগরী, ফরিদপুর	৪০	বিসিক শিল্পনগরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	৬৫	বিসিক শিল্পনগরী, সৈয়দপুর, নীলফামারী
১৪	বিসিক শিল্পনগরী, রাজবাড়ী	৪১	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁদপুর	৬৬	বিসিক শিল্পনগরী, দিনাজপুর
১৫	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর	৪২	বিসিক শিল্পনগরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৭	বিসিক শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও
১৬	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর (সম্প্রসারণ)	৪৩	বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার	৬৮	বিসিক শিল্পনগরী, পঞ্চগড়
১৭	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ	৪৪	বিসিক শিল্পনগরী, রাঙ্গামাটি	৬৯	বিসিক শিল্পনগরী, খুলনা (শিরোমনি)
১৮	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ (সম্প্রসারণ)	৪৫	বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি	৭০	বিসিক শিল্পনগরী, বাগেরহাট
১৯	বিসিক শিল্পনগরী, শরীয়তপুর	৪৬	বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট	৭১	বিসিক শিল্পনগরী, সাতক্ষীরা
২০	বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৪৭	বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট	৭২	বিসিক শিল্পনগরী, যশোর
২১	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই, ঢাকা	৪৮	বিসিক শিল্পনগরী, হবিগঞ্জ	৭৩	বিসিক শিল্পনগরী, ঝিনাইদহ
	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই (সম্প্রসারণ), ঢাকা	৪৯	বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৭৪	বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া
২২	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভার			৭৫	বিসিক শিল্পনগরী, মেহেরপুর
২৩	বিসিক এপিআই শিল্প পার্ক, মুন্সীগঞ্জ	৫০	বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার	৭৬	বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল
২৪	বিসিক শিল্পনগরী, টঙ্গী, গাজীপুর	৫১	বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ	৭৭	বিসিক শিল্পনগরী, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর
২৫	বিসিক শিল্পনগরী, কোনাবাড়ী, গাজীপুর	৫২	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী	৭৮	বিসিক শিল্পনগরী, পটুয়াখালী
২৬	বিসিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ	৫৩	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-২	৭৯	বিসিক শিল্পনগরী, ভোলা
২৭	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ	৫৪	বিসিক শিল্পনগরী, নাটোর	৮০	বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি
				৮১	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা
২৮	বিসিক শিল্পনগরী, মানিকগঞ্জ	৫৫	বিসিক শিল্পনগরী, নওগাঁ	৮২	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা